॥ ছবিতে মহাভারত ॥
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ • কলকাতা

॥ ছবিতে মহাভারত ॥

অঙ্কন ও লেখা

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

A Book of Kuntal

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লি ◎ কলকাতা

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

পরাশর ঋষির পুত্র ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ, কুরু ও পাণ্ডবদের কাহিনি নিয়ে মহাভারত নামে এক লক্ষ শ্লোকের একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করলেন।

এত বড়ো গ্রন্থ নিজে রচনা ও লেখা সম্ভব নয় বুঝে তিনি গণেশ ঠাকুরকে লেখার ভার নিতে ধরে বসলেন।

লিখতে রাজি হয়ে গণেশ বললেন, "মহর্ষি, আমার একটি শর্ত আছে; শ্লোক রচনা করতে আপনার যদি বিলম্ব হয় আর সেজন্য যদি আমার কলম থেমে যায়, তবে কিন্তু আর লেখা হবে না। আমার কলম একবার থামলে আর চলবে না"।

ব্যাসদেব আর করেন কী! তাতেই রাজি হয়ে বললেন, "ঠাকুর, আমারও একটি কথা আছে, আমি যা রচনা করব তার অর্থ না বুঝে আপনিও কিন্তু লিখতে পারবেন না"।

মহাভারত রচনা ও লেখা আরম্ভ হল।

ব্যাসদেব মাঝে মাঝে এমন সব কঠিন শ্লোক রচনা করে বলতে লাগলেন যে, যার অর্থ বুঝতে গণেশ ঠাকুরকেও খানিকক্ষণ ভাবতে হত।

এই অবসরে তিনি আরও অনেক শ্লোক মনে মনে রচনা করে রাখতে লাগলেন।

মহাভারত রচনা ও লেখার এই হল গোড়ার কথা।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

আদি পর্ব ১

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM
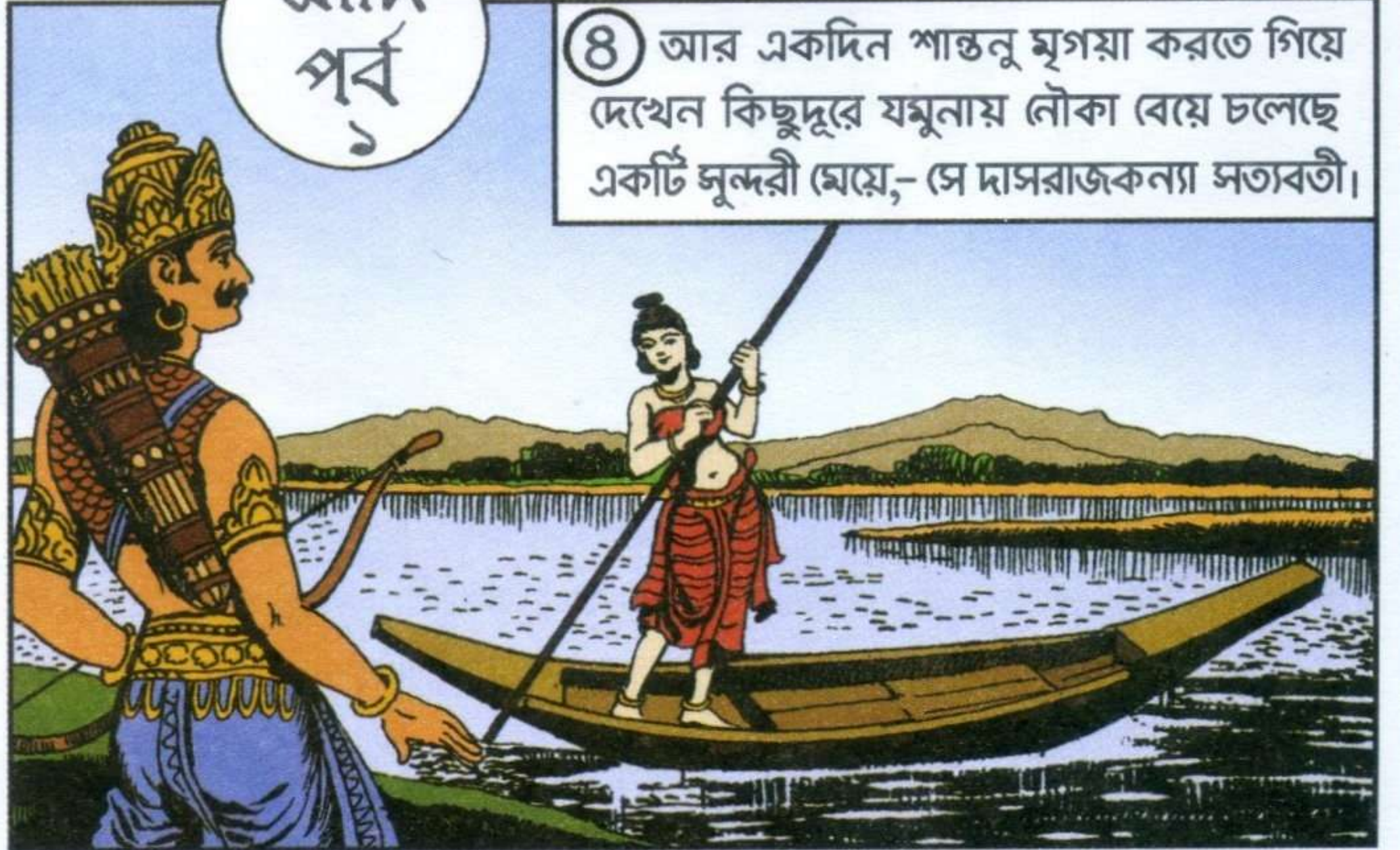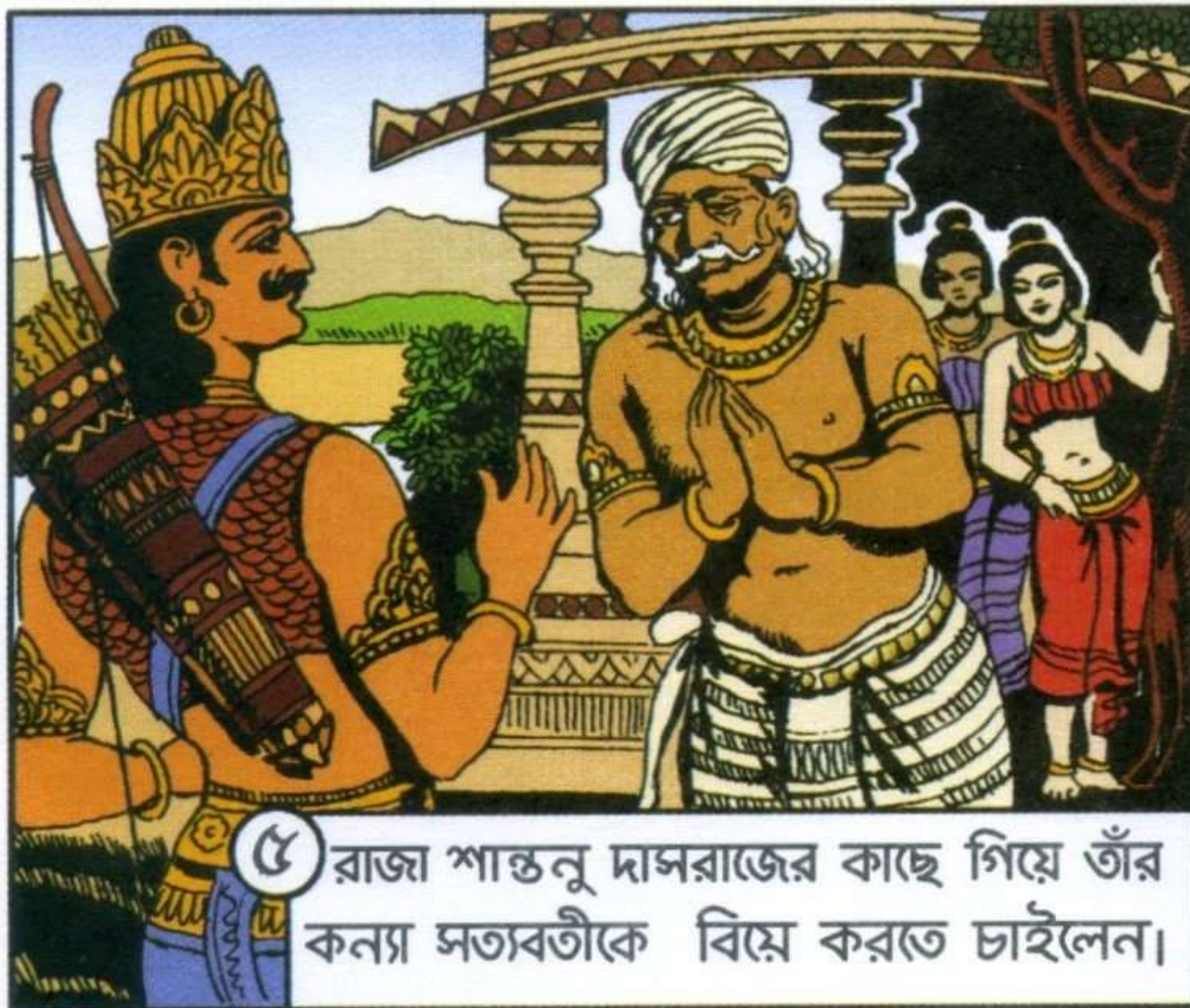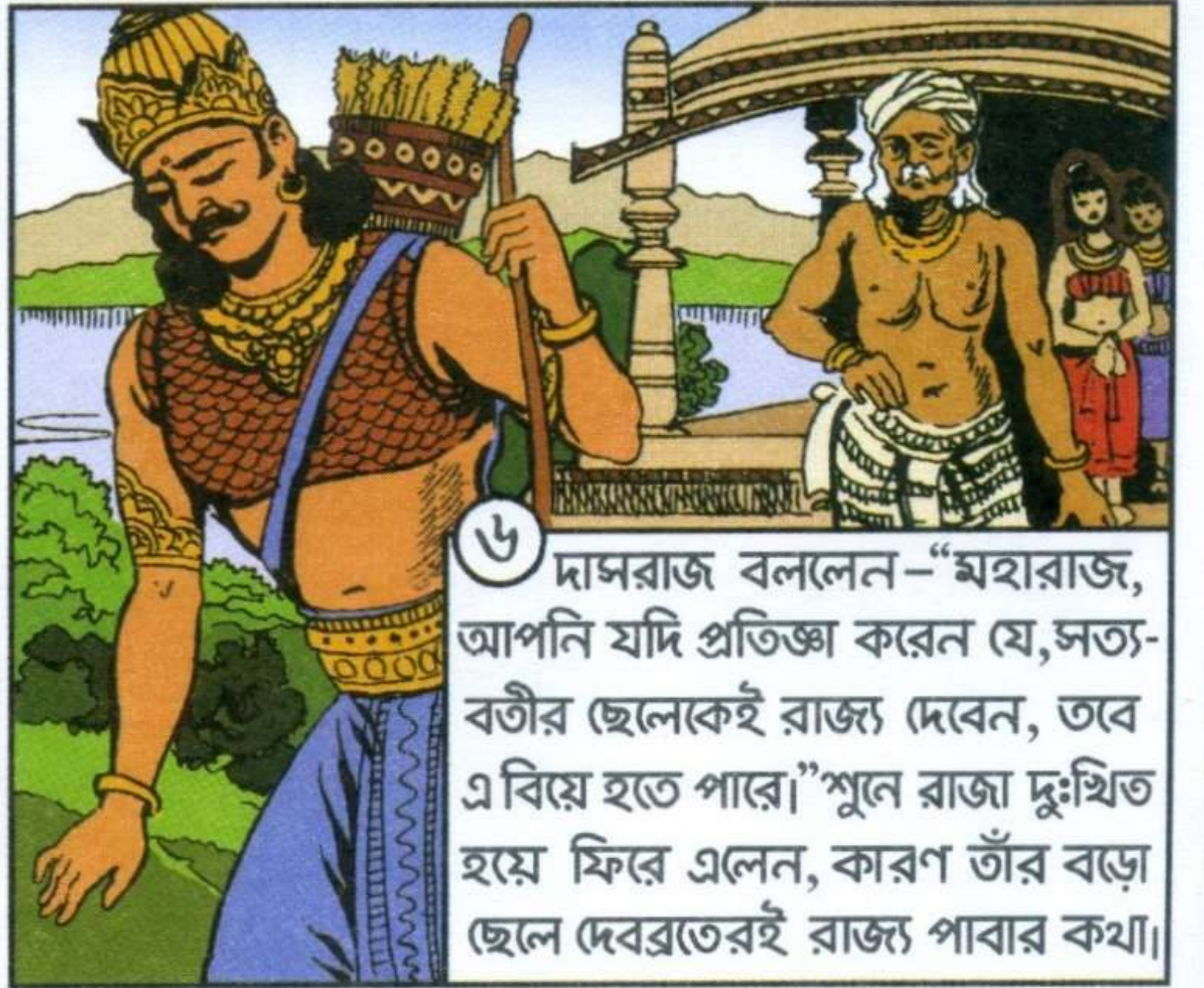
আদি পর্ব

১৩ কৃপাচার্যের কাছে রাজপুরীতে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গে পাণ্ডুর পাঁচছেলেরও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা চলতে লাগল। পরে এঁদের অস্ত্রগুরু হলেন কৃপাচার্যের ভগ্নীপতি দ্রোণাচার্য। দ্রোণ সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুরু। তিনি সযত্নে রাজকুমারদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।
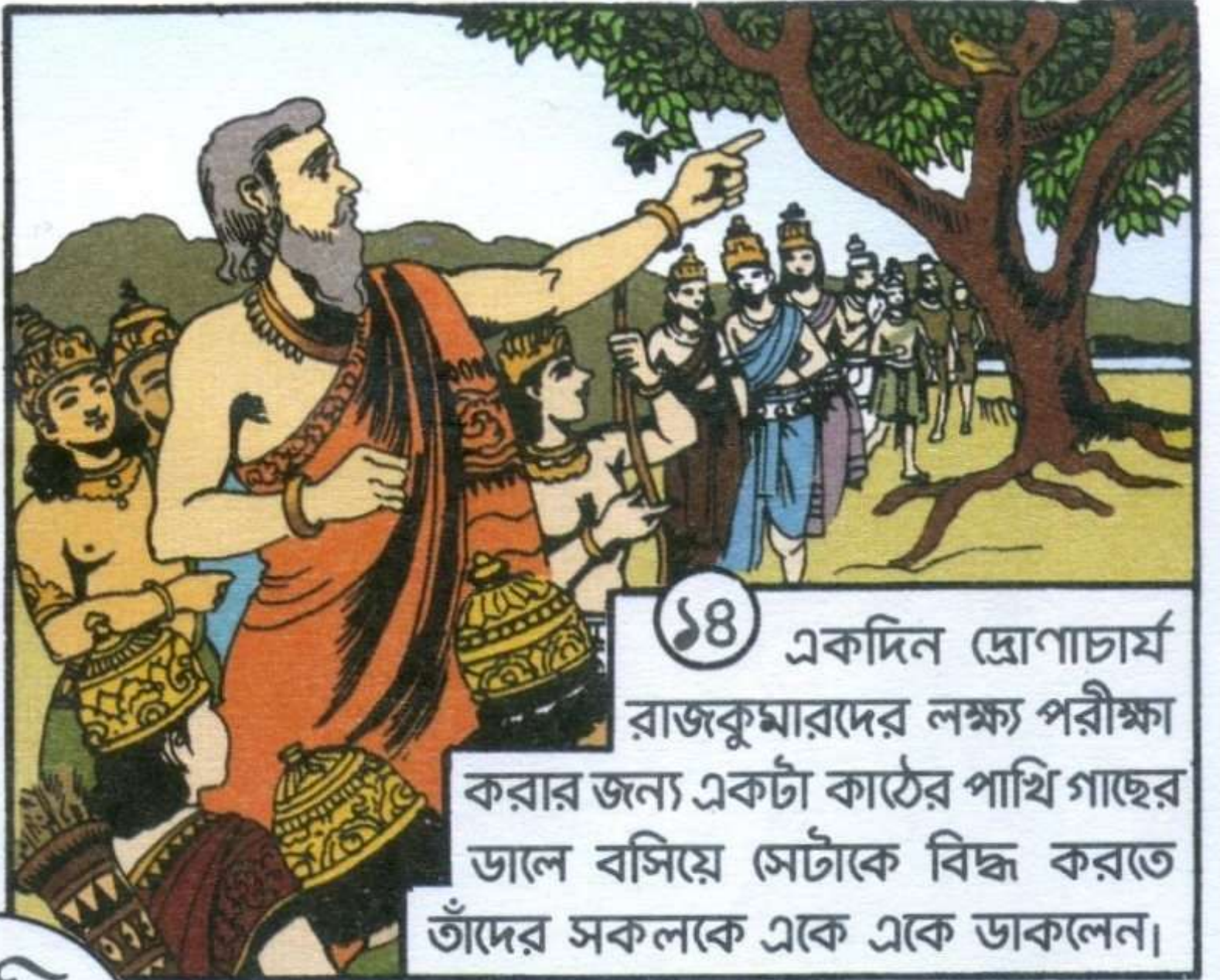
১৪ একদিন দ্রোণাচার্য রাজকুমারদের লক্ষ্য পরীক্ষা করার জন্য একটা কাঠের পাখি গাছের ডালে বসিয়ে সেটাকে বিদ্ধ করতে তাঁদের সকলকে একে একে ডাকলেন।
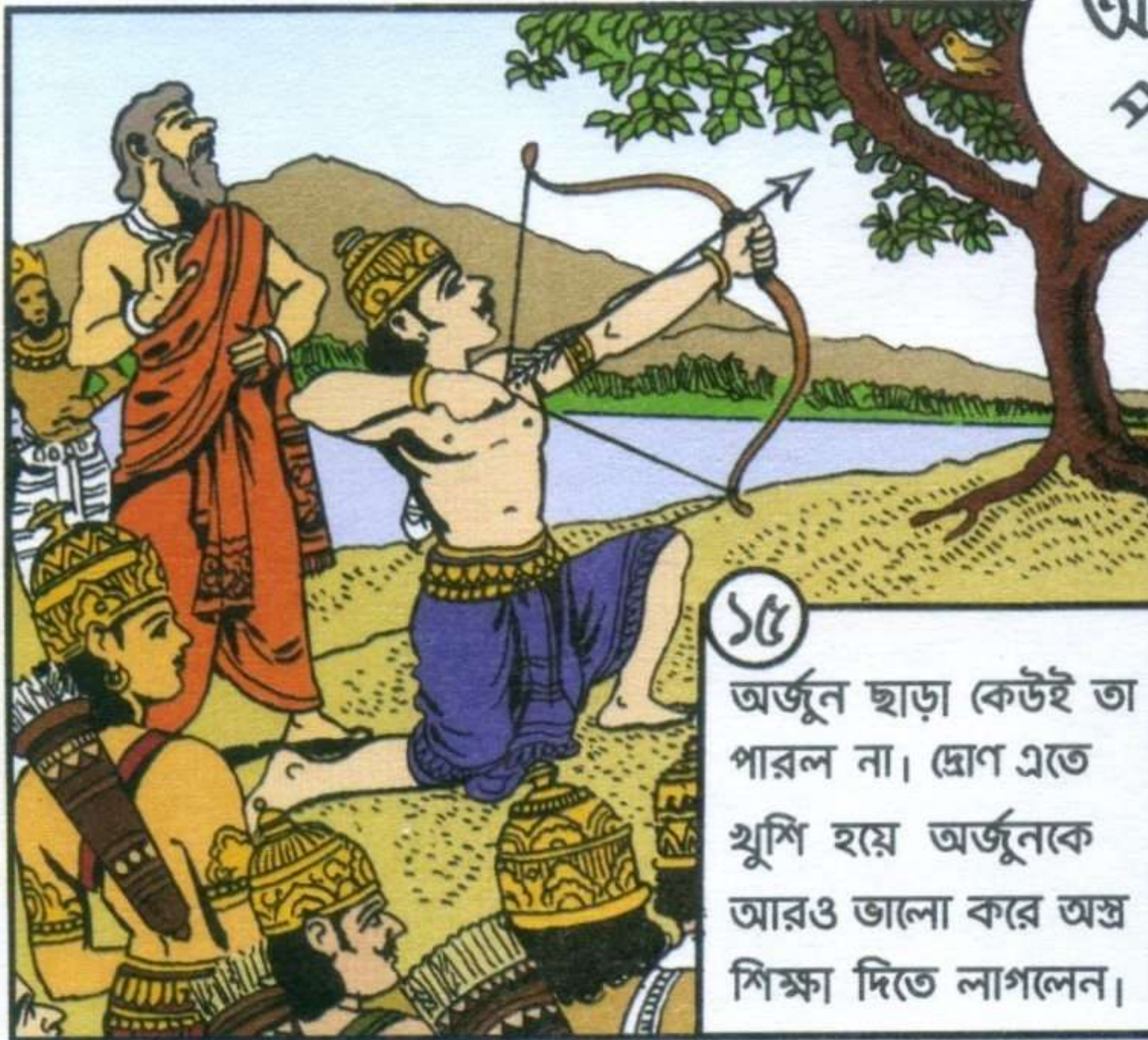
১৫ অর্জুন ছাড়া কেউই তা পারল না। দ্রোণ এতে খুশি হয়ে অর্জুনকে আরও ভালো করে অস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগলেন।
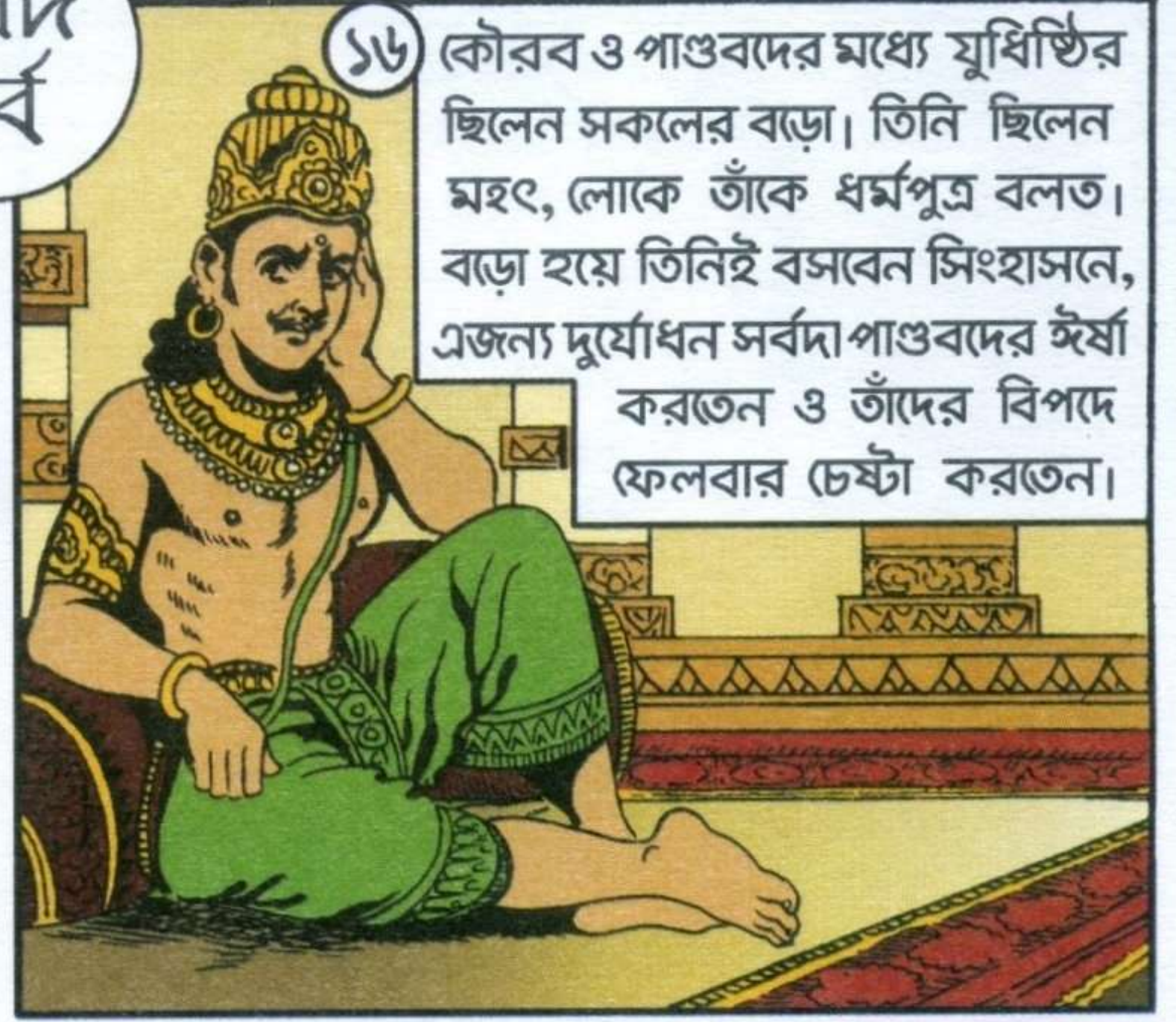
১৬ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুধিষ্ঠির ছিলেন সকলের বড়ো। তিনি ছিলেন মহৎ, লোকে তাঁকে ধর্মপুত্র বলত। বড়ো হয়ে তিনিই বসবেন সিংহাসনে, এজন্য দুর্যোধন সর্বদা পাণ্ডবদের ঈর্ষা করতেন ও তাঁদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করতেন।

১৭ শিক্ষা শেষ হলে একদিন দ্রোণগুরু রাজ্যের সব লোকের কাছে তাঁর শিষ্যদের যুদ্ধবিদ্যার কৌশল দেখালেন। ভীম আর দুর্যোধন দেখালেন গদাযুদ্ধ।
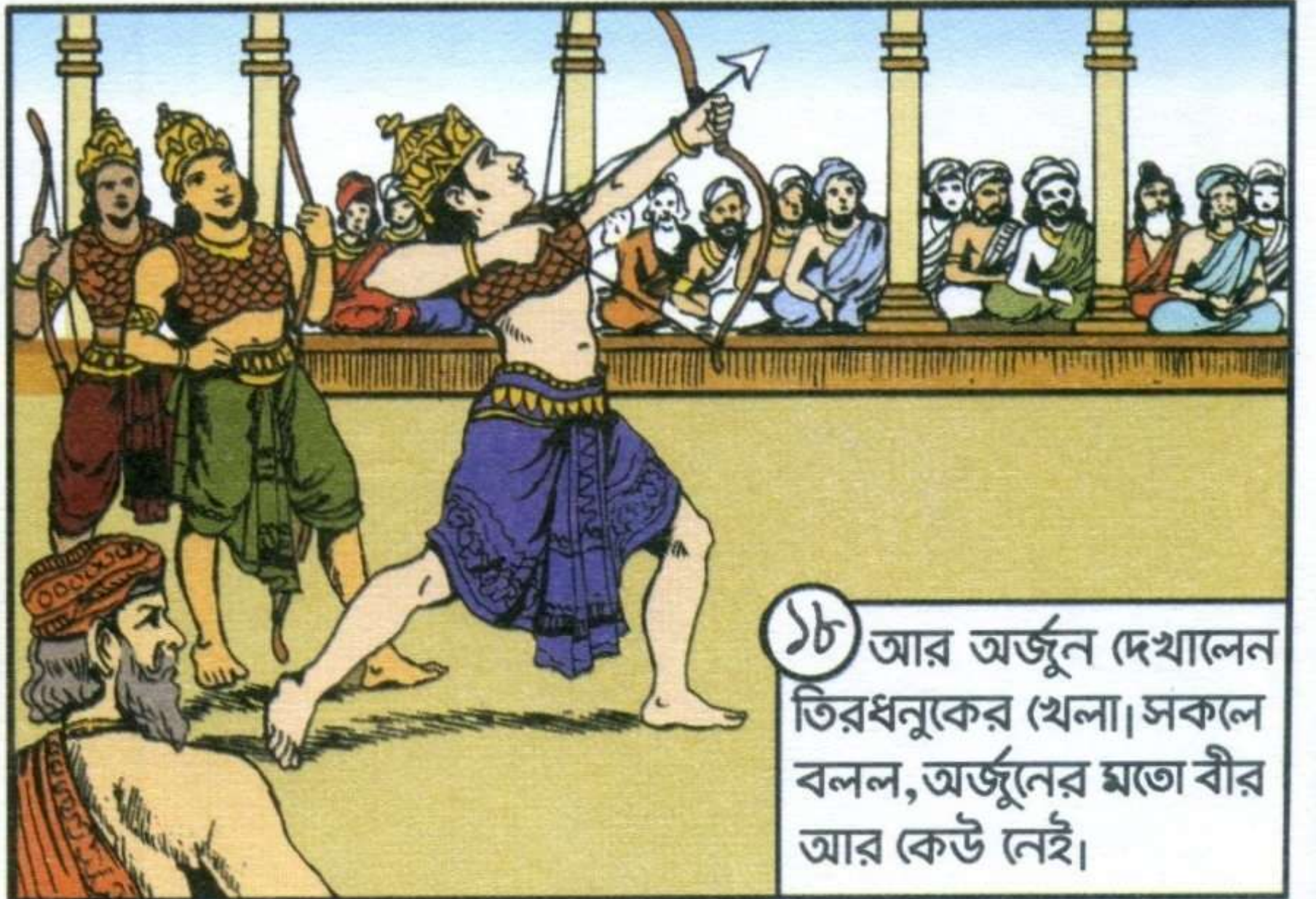
১৮ আর অর্জুন দেখালেন তিরধনুকের খেলা। সকলে বলল, অর্জুনের মতো বীর আর কেউ নেই।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

(১৯) এমন সময় সেখানে অধিরথ সারথির ছেলে কর্ণ এসে দম্ভ করে বললে, "আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই"।
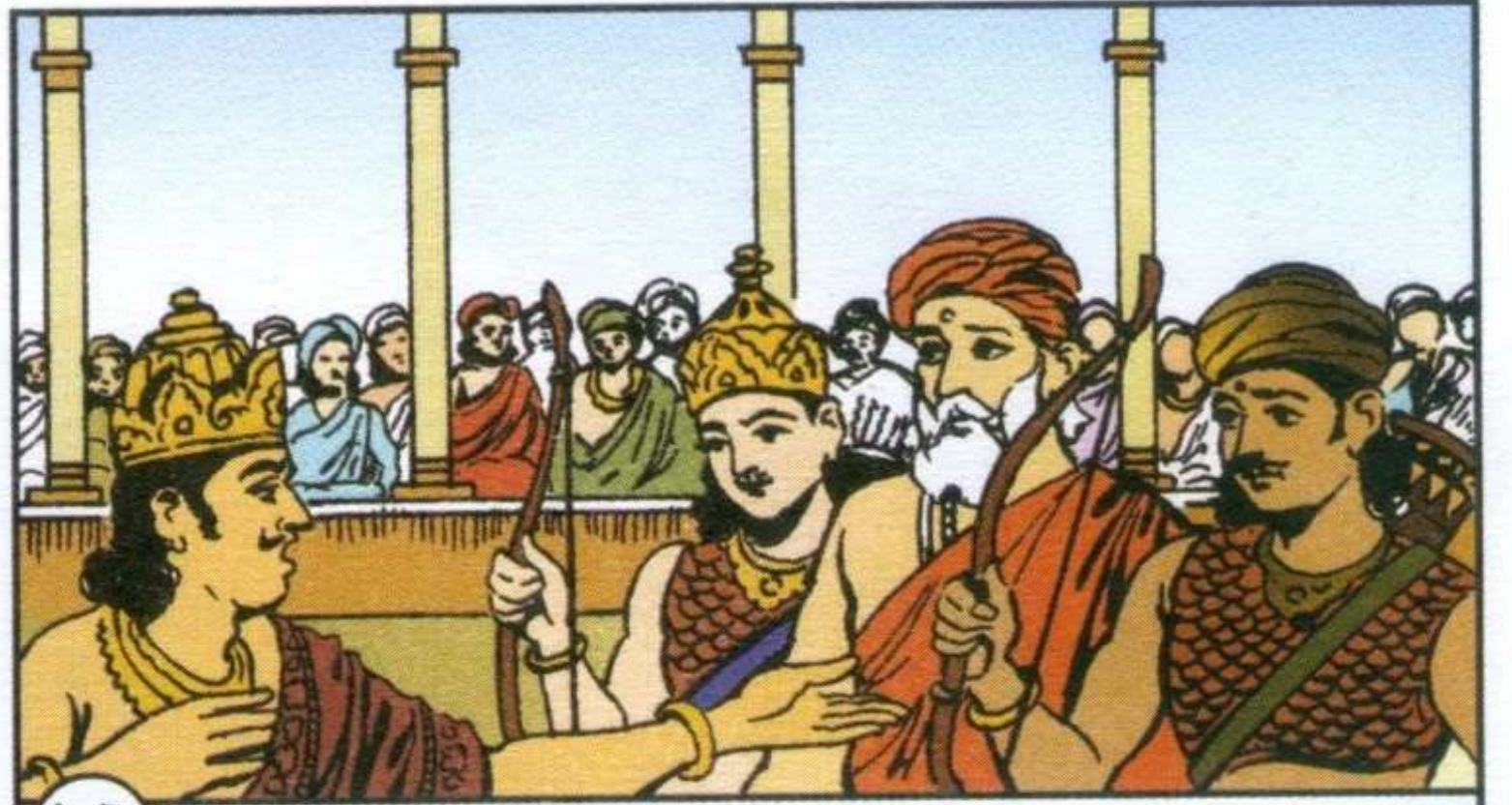
(২০) তখনকার দিনে নিয়ম ছিল রাজপুত্র ছাড়া রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারত না। সেজন্য দ্রোণগুরু কর্ণের কথা শুনলেন না। এমন সময় দুর্যোধন বললেন–"আমি এঁকে অঙ্গ-রাজ্য দান করলাম আজ থেকে রাজা কর্ণ আমার বন্ধু।"

আদি পর্ব

(২১) দুর্যোধনের মামা শকুনি ছিলেন পাশাখেলায় ও দুষ্টবুদ্ধিতে পাকা। কৌরবেরা তাঁর সঙ্গে যুক্তি করে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্য বারণাবত গ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

আদি
পর্ব

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

আদি
পর্ব

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

সভা পর্ব
২

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

সভা পর্ব

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

সভা পর্ব

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

২ সেই বনে কির্মির নামে এক ভীষণ রাক্ষস একদিন পাণ্ডবদের আক্রমণ করল। কিন্তু শেষে ভীমের হাতে বেচারা প্রাণ হারাল।

বন পর্ব ৩

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

বন পর্ব

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

বন পর্ব

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

১ বিরাটনগরের সীমানায় এসে পাণ্ডবেরা একটা মস্ত উঁচু শমী গাছ দেখতে পেলেন। অর্জুনের পরামর্শমতো নকুল সেই গাছের উঁচু ডালে পাতার আড়ালে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র একটা পুঁটুলি বেঁধে লুকিয়ে রেখে নগরে প্রবেশ করলেন।

২ যুধিষ্ঠির বিরাট রাজসভায় এসে বললেন – "আমার নাম কঙ্ক – যুধিষ্ঠিরের সভাসদ ছিলাম, ভালো পাশা খেলতে জানি, আপনার কাছে থাকতে চাই।" রাজা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

বিরাট পর্ব ৪
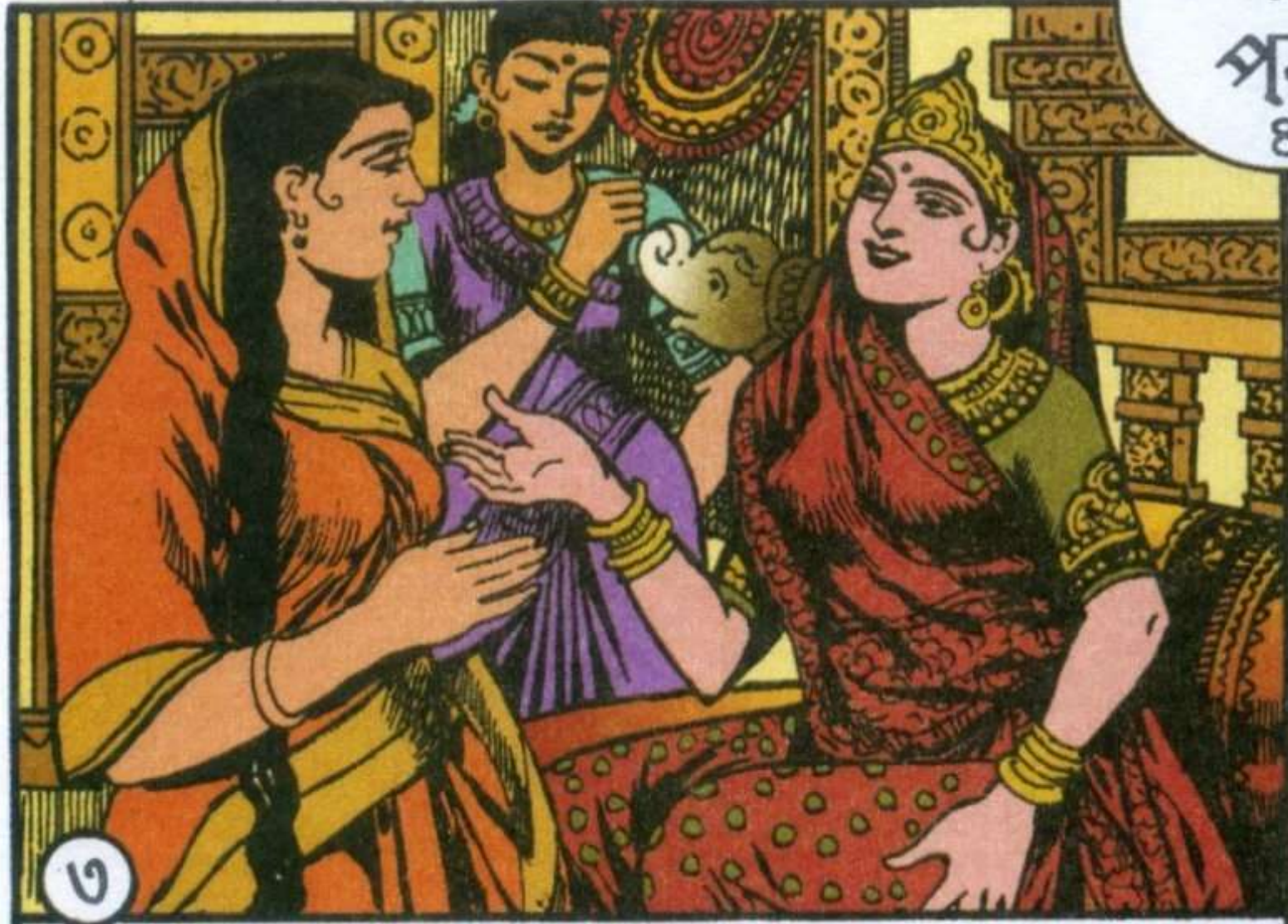
৩ দ্রৌপদী রানি সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বললেন – "আমি রানি দ্রৌপদীর সহচরী ছিলাম। তাঁরা বনবাসে যাওয়ায় এখন নিরাশ্রয়, আপনি যদি আশ্রয় দেন তবে বেঁচে যাই"। রানি তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

৪ ভীম ভালো রান্না জানতেন, তিনি বল্লব নাম নিয়ে রাজবাড়ির পাচক হলেন।

৫ অর্জুন ভালো নাচিয়ে গাইয়ে ছিলেন। সে যুগে নাচিয়ে গাইয়েরা মেয়েদের মতো পোশাক পরত, মাথায় লম্বা বেণী রাখত। অর্জুনও ঠিক তেমনি পোশাক পরে বৃহন্নলা নাম নিয়ে রাজকুমারী উত্তরা ও তার সখীদের নাচগানের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন।
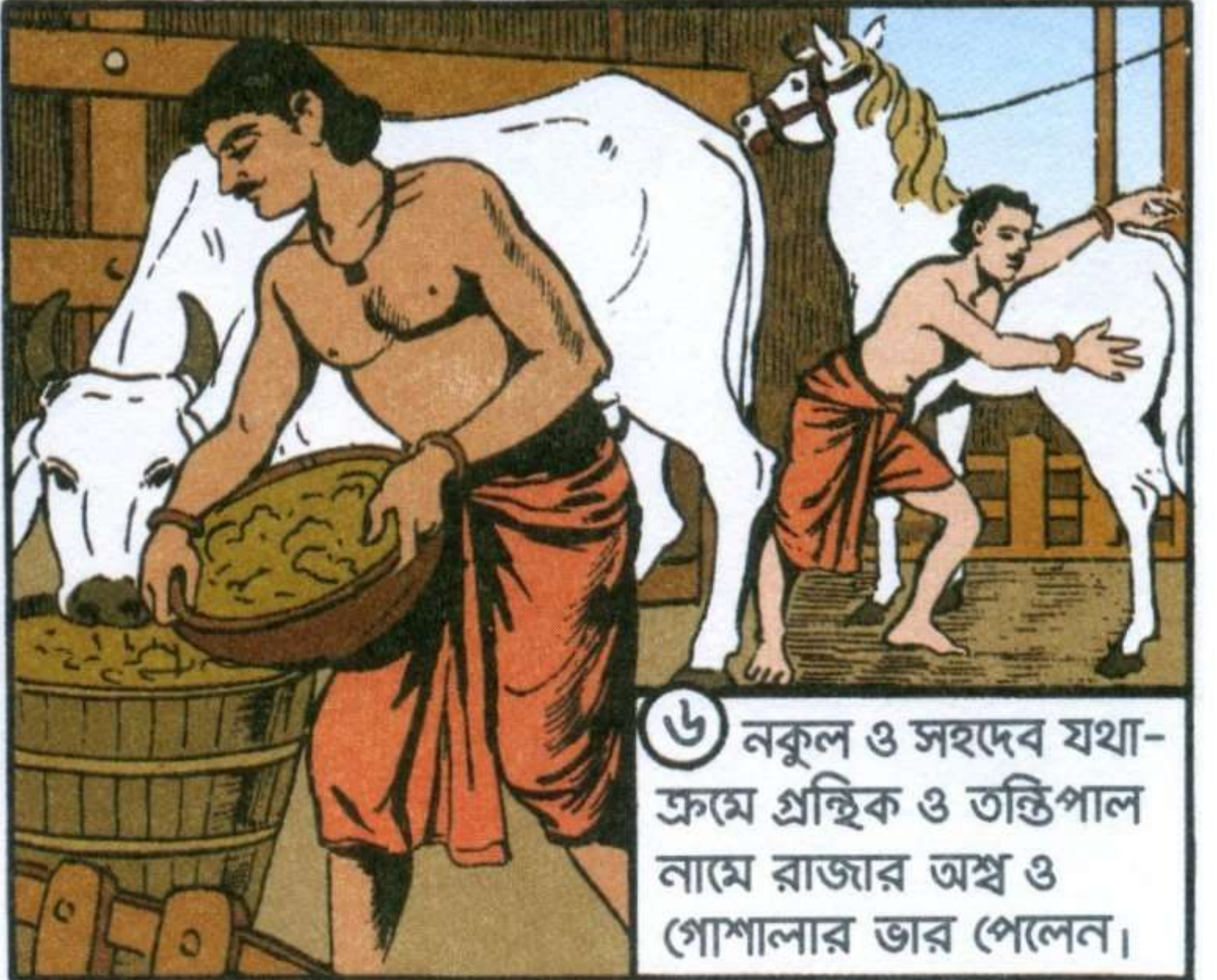
৬ নকুল ও সহদেব যথাক্রমে গ্রন্থিক ও তন্তিপাল নামে রাজার অশ্ব ও গোশালার ভার পেলেন।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

বিরাট পর্ব

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

উদ্যোগ পর্ব
৫

১ অভিমন্যু ও উত্তরার বিয়ের পর শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, রাজা দ্রুপদ প্রভৃতি পাণ্ডবহিতৈষীগণ কী উপায়ে পাণ্ডবেরা তাঁদের রাজ্য পুনরায় ফিরে পাবেন, তাঁরা মন্ত্রণা করতে বসলেন।

২ পাণ্ডবদের রাজ্য পুনরায় চেয়ে কৌরব-সভায় পুরোহিত ধৌম্যকে দূতরূপে পাঠানো হল, কিন্তু দুর্যোধন বললেন, "বিনাযুদ্ধে আমি কিছুই পাণ্ডবদের দেব না।"

৩ মহামতি বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ সকলেই দুর্যোধনকে অনেক রকমে যুদ্ধের কুফল বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্যোধনের এক কথা–যুদ্ধ–যুদ্ধ–আর যুদ্ধ!

৪ যখন দেখা গেল, যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই, তখন পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজার কাছে তাঁদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য দূত পাঠালেন। দুর্যোধনও বসে ছিলেন না, তাঁর পক্ষ থেকেও রাজাদের কাছে দূত গেল।

৫ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ দলে পাবার জন্য দুর্যোধন ও অর্জুন দুজনেই দ্বারকায় গেলেন। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর মাথার কাছে একখানি সিংহাসনে দুর্যোধন বসলেন, আর অর্জুন বসলেন তাঁর পায়ের কাছে।
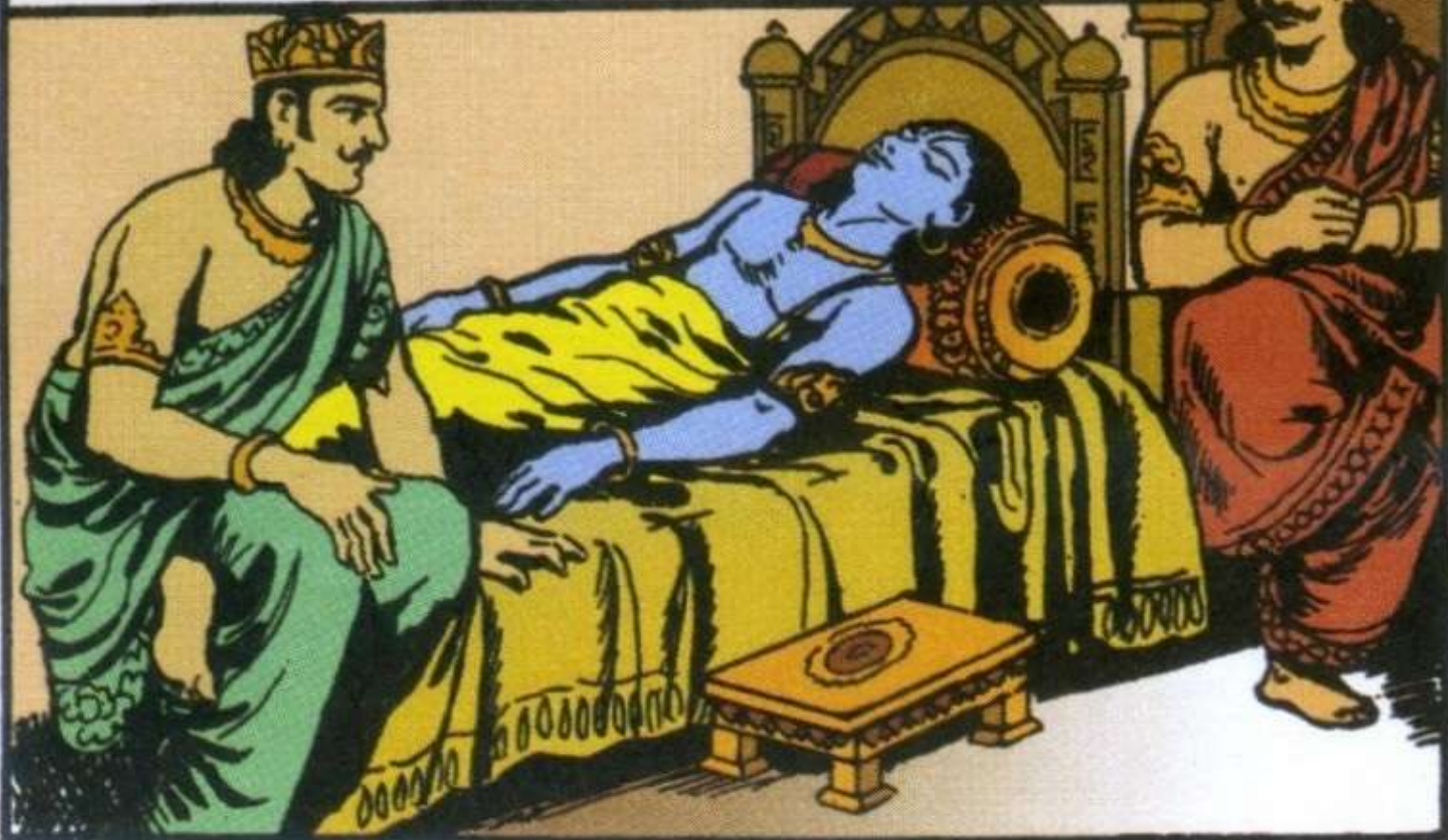
৬ ঘুম থেকে উঠে তিনি প্রথমেই অর্জুনকে দেখলেন, তাই তিনি যোগ দিলেন পাণ্ডব-পক্ষে। দুর্যোধনকেও তিনি নিরাশ করলেন না, তাঁকে দিলেন তাঁর দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনাবাহিনী।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

(৭) অল্পদিনের মধ্যেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হবে, ভারতের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠবে, এই কথা চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির বড়োই ব্যথিত হলেন। শেষ চেষ্টা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দূত হয়ে কৌরব-সভায় যাবেন স্থির হল।

(৮) শ্রীকৃষ্ণর আত্মীয় অর্জুনের শিষ্য মহাবীর সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় দূত হয়ে এসে পাণ্ডবদের জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চাইলেন। উত্তরে দুর্যোধন জানালেন যে একটি সুঁচের মাথায় যতটুকু মাটি ওঠে তাও তিনি বিনাযুদ্ধে দেবেন না। উপরন্তু দুষ্টেরা শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করার পরামর্শও করল।

উদ্যোগ পর্ব

(৯) কিন্তু সে সাহস অবশ্য কারো হয়নি। অসন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এলেন। পথে কর্ণকে তিনি রথে তুলে নিয়ে বললেন—"তুমি সারথি অধিরথের পুত্র নও। কুন্তীই তোমার জননী, যুধিষ্ঠিরের বড়োভাই তুমি, পাণ্ডব পক্ষে এলে তুমিই রাজা হবে।" কিন্তু কর্ণ কিছুতেই দুর্যোধনকে ছাড়তে চাইলেন না।

(১০) কুরুক্ষেত্রের মাঠে দুই পক্ষেরই শিবির ফেলা হল। দুই দলের সৈন্যসংখ্যা হল আঠারো অক্ষৌহিণী। কৌরব-পক্ষের প্রধান সেনাপতি হলেন ভীষ্ম।

(১১) পাণ্ডব-পক্ষের যুদ্ধ পরিচালক হলেন ভীমার্জুন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না। তিনি হলেন অর্জুনের সারথি।

(১২) ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন—"কৌরব ও পাণ্ডব দুই আমার কাছে সমান— আমি পঞ্চ-পাণ্ডবকে প্রাণে মারব না। যে কয়দিন আমি সেনাপতি থাকব, প্রতিদিন পাণ্ডব-পক্ষের দশ হাজার সৈন্য সংহার করব"।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

২ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে যুধিষ্ঠির নিজের রথ ছেড়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ চাইলেন। তাঁরাও প্রাণ খুলে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

ভীষ্ম পর্ব ৬

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

ভীষ্ম পর্ব

৭ নকুল ও সহদেবের মামা মদ্ররাজ শল্য কৌরব-পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে অভিমন্যুর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। মায়াযোদ্ধা রাক্ষস অলম্বুষ সাত্যকির কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

৮ দুর্যোধন বহু সৈন্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে ফেললেন দেখে অর্জুন তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলেন। তখন তাঁর তেজ সহ্য করতে না পেরে কৌরব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। ভীমের হাতে সেদিন দুর্যোধনের চোদ্দোটি ভাই প্রাণ দিল।

৯ সৈন্যদের পরাজয়ে দুর্যোধন রেগে গিয়ে ভীষ্মকে বললেন "দাদামশাই, আপনি একটু মন দিয়ে যুদ্ধ করুন, না হলে পাণ্ডবেরা যে দু-দিনেই আমাদের বিনাশ করে ফেলবে।" ভীষ্ম বললেন–"কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবদের পরাস্ত করা অসম্ভব।"

১০ পরদিন ভীষ্ম এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে কার সাধ্য তাঁর সামনে দাঁড়ায়। অর্জুন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একটা রথের চাকা নিয়ে ভীষ্মকে বধ করতে ছুটে চললেন। অর্জুন তাঁকে ধরে ফেলে বললেন –"আপনি না এযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না, প্রতিজ্ঞা করেছেন।"

১১ দ্রুপদের এক ছেলে শিখণ্ডী ছিল নপুংসক। ভীষ্ম তাকে দেখলে যুদ্ধ করবেন না। একথা জেনে অর্জুন শিখণ্ডীকে তাঁর রথের সামনে বসিয়ে পিছন থেকে বাণ মেরে ভীষ্মকে জর্জরিত করে ফেললেন।

১২ দশ দিন যুদ্ধের পর এইভাবে বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্ম রথ হতে পড়ে গেলেন। তাঁর দেহ মাটি স্পর্শ করল না, বাণের উপরেই রয়ে গেল। তিনি কুরু-পাণ্ডবদের ডেকে যুদ্ধ বন্ধ করতে উপদেশ দিলেন। দুর্যোধন তাঁর কথা শুনলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের একধারে চাঁদোয়া খাটিয়ে দেওয়া হল। সেখানে ভীষ্ম শরশয্যায় পড়ে রইলেন। তাঁর ছিল ইচ্ছামৃত্যু।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

১ ভীষ্মের পর দ্রোণগুরু হলেন সেনাপতি। দুর্যোধন তাঁকে বললেন– "আপনি যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরে এনে দিন– আমি আবার পাশা খেলে তাকে বনে পাঠাব।"

দ্রোণ পর্ব

৭
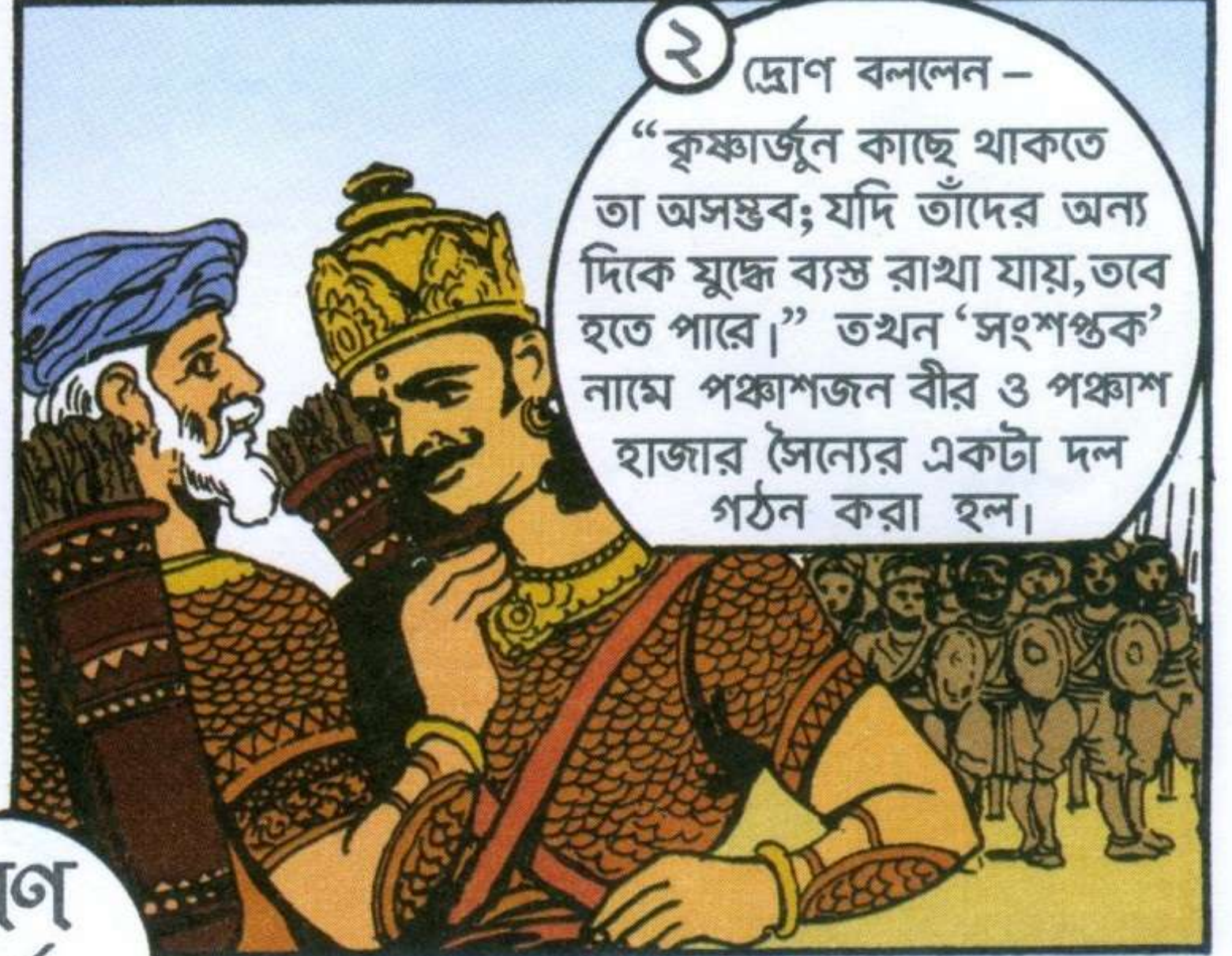
৩ পরদিন অর্জুন 'সংশপ্তক'দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলে গেলেন, যুধিষ্ঠিরের রক্ষার ভার রইল অন্যান্য যোদ্ধাদের উপর; কিন্তু দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে তারা সকলেই প্রাণ দিল। সংবাদ পেয়ে 'ত্বাষ্ট্র' অস্ত্রে অর্জুন 'সংশপ্তক'দের পরাস্ত করে দ্রোণের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

৪ কামরূপের রাজা ভগদত্ত বহু হাতি নিয়ে যুদ্ধে এল। ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন কেউই তার সঙ্গে এঁটে উঠছে না দেখে অর্জুন তার পাহাড়ের মতো হাতি সহ ভগদত্তকে অর্ধচন্দ্র বাণে বিনাশ করলেন।

৫ পরদিন দ্রোণ 'চক্র' নামে এক ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। নারায়ণী সেনারা এসে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য অন্যদিকে নিয়ে গেল। তখন অভিমন্যু ছাড়া ব্যূহে প্রবেশ করতে পারে পাণ্ডব-পক্ষে এমন আর কেউ রইল না। ভীম তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন–"বৎস, তুমি প্রথমে ব্যূহে প্রবেশ করো, তোমার পিছু পিছু আমরাও সকলে ব্যূহে প্রবেশ করব"

৬ অভিমন্যু একা চক্রব্যূহে প্রবেশ করলেন। দুর্যোধনের ভগ্নীপতি জয়দ্রথ ব্যূহের দ্বার রক্ষা করছিলেন। তিনি শিবের বরে সেদিন অর্জুন ছাড়া অন্যান্য পাণ্ডবদের পরাস্ত করলেন। ভীম তাঁকে বার বার আক্রমণ করেও ব্যূহে প্রবেশ করতে পারলেন না।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

৭ ব্যূহে প্রবেশ করে অভিমন্যু এমন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দ্রোণের পুত্র মহাবীর অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথীরা কেউই তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারলেন না। তখন শকুনির পরামর্শে সাতজন মহারথী মিলিত ভাবে আক্রমণ করে তাঁকে নিহত করলেন।

৮ অর্জুন শিবিরে এসে সব শুনলেন; রাগে দুঃখে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে কাল সূর্যাস্তের পূর্বেই জয়দ্রথকে বিনাশ করবেন। কৃষ্ণের সহায়তায় তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

দ্রোণ পর্ব

৯ ভীমের হিড়িম্বা নামে এক রাক্ষসী স্ত্রী ছিল। মহাবল ঘটোৎকচ তারই ছেলে। মায়াযুদ্ধে সে ছিল খুবই পটু। কৌরব-পক্ষের রাক্ষস অলায়ুধকে নিহত করে সে কর্ণের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করল।

১০ ঘটোৎকচের যুদ্ধে মহাবীর কর্ণ একেবারে নাকালের একশেষ হলেন; শেষে আর কোনো উপায় না দেখে ইন্দ্রের দেওয়া 'একপুরুষঘাতিনী' নামে এক ভীষণ শক্তিশালী বাণ মেরে তাকে বিনাশ করলেন। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ এমন বিশাল দেহ ধারণ করল যে তার চাপে কৌরবদের বহু সৈন্যসামন্ত, হাতি ঘোড়া মারা গেল।

১১ একটা হাতির নাম ছিল অশ্বত্থামা, ভীম সেটাকে মেরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন "অশ্বত্থামা মরেছে"। দ্রোণ চিন্তিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যাপার কী জানতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা মরেছে" জোরে বলে আস্তে বললেন "হাতি"। হাতি কথাটা দ্রোণ শুনতে না পেয়ে পুত্রের মৃত্যু হয়েছে ভেবে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথে বসে পড়লেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর মাথা কেটে ফেললেন।

১২ পিতার মৃত্যুতে অশ্বত্থামা ক্রোধে অধীর হয়ে পাণ্ডবদের বিনাশ করার জন্য ধনুকে "নারায়ণ অস্ত্র" জুড়লেন। অস্ত্রপ্রভাবে পৃথিবী কেঁপে উঠল, সূর্য ম্লান হল। কৃষ্ণ তখন চিৎকার করে বললেন-"পাণ্ডব-পক্ষের যে যেখানে আছ অস্ত্র ত্যাগ করে দাঁড়াও।" তারপর তিনি নিজে বুক পেতে অস্ত্রের সামনে দাঁড়ালেন। অস্ত্র তাঁর বুকে এসে এক গাছি মালা হয়ে গেল।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

(৭) কর্ণের পুত্র বৃষসেন নকুলকে হারিয়ে দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। অর্জুন তখন কর্ণকে ডেকে বললেন—"তোমরা সকলে মিলে অভিমন্যুকে বধ করেছিলে, দেখো আমি তোমার সামনেই বৃষসেনকে বধ করছি, যদি সাধ্য থাকে তবে ঠেকাও।" এই বলে দশ বাণে তাকে বিনাশ করলেন।

কর্ণ পর্ব

(৯) কর্ণ অর্জুনকে মারবার জন্য একটি বাণ বহুদিন ধরে রক্ষা করে আসছিলেন, এবার তিনি সে মহাস্ত্র ধনুকে জুড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উল্কাবৃষ্টি আরম্ভ হল। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষার জন্য হঠাৎ পায়ে চেপে অর্জুনের রথ মাটির ভিতর বসিয়ে দিলেন; সেজন্য কর্ণের বাণ অর্জুনের গায়ে না লেগে তাঁর মুকুটখানি গুঁড়ো করে ফেলল। অর্জুন বেঁচে গেলেন।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

২ শকুনির সঙ্গে সহদেবের অনেকক্ষণ যুদ্ধ হল। শেষে সহদেব এক ভীষণ "ভল্ল অস্ত্রে" পাপিষ্ঠ শকুনির মাথা কেটে ফেললেন।

শল্য পর্ব ৯

৩ শল্য মস্ত বড়ো গদাযোদ্ধা ছিলেন। ভীমের সঙ্গে তাঁর মহারণ শুরু হল। শল্যের গদার ঘায়ে ভীম অচেতন হয়ে পড়লেন দেখে যুধিষ্ঠির এসে শল্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির মণিমণ্ডিত জ্বলন্ত 'শক্তি' শল্যকে ছুড়ে মারলেন। শক্তি শল্যের দেহ ভেদ করে মাটিতে ঢুকল।

৪ শল্যের মৃত্যুতে কৌরব সৈন্য যার যে দিকে খুশি পালাতে শুরু করল, এবং দুর্যোধনের যে কয়টি ভাই অবশিষ্ট ছিল একে একে তারা ভীমের হাতে প্রাণ দিল।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM
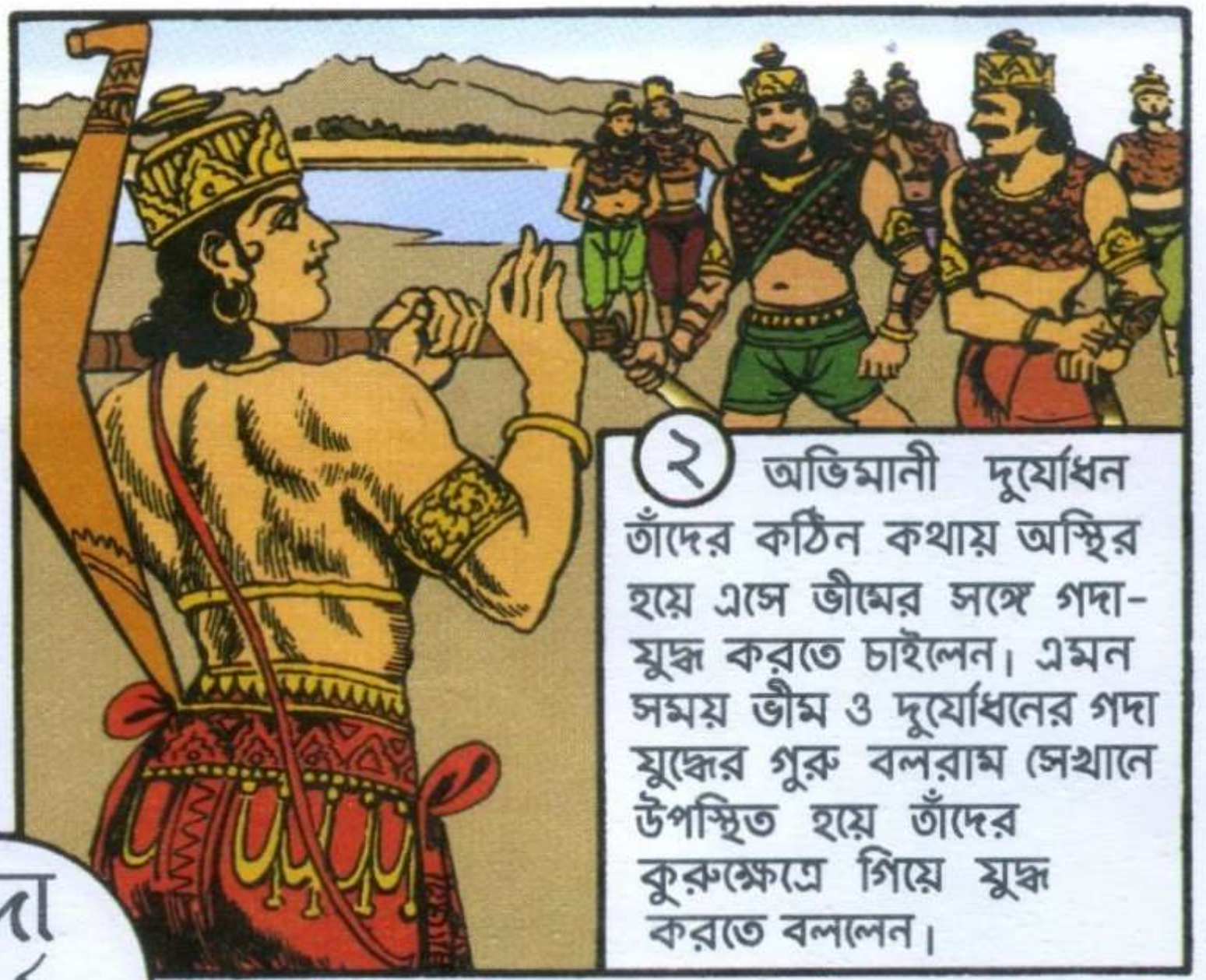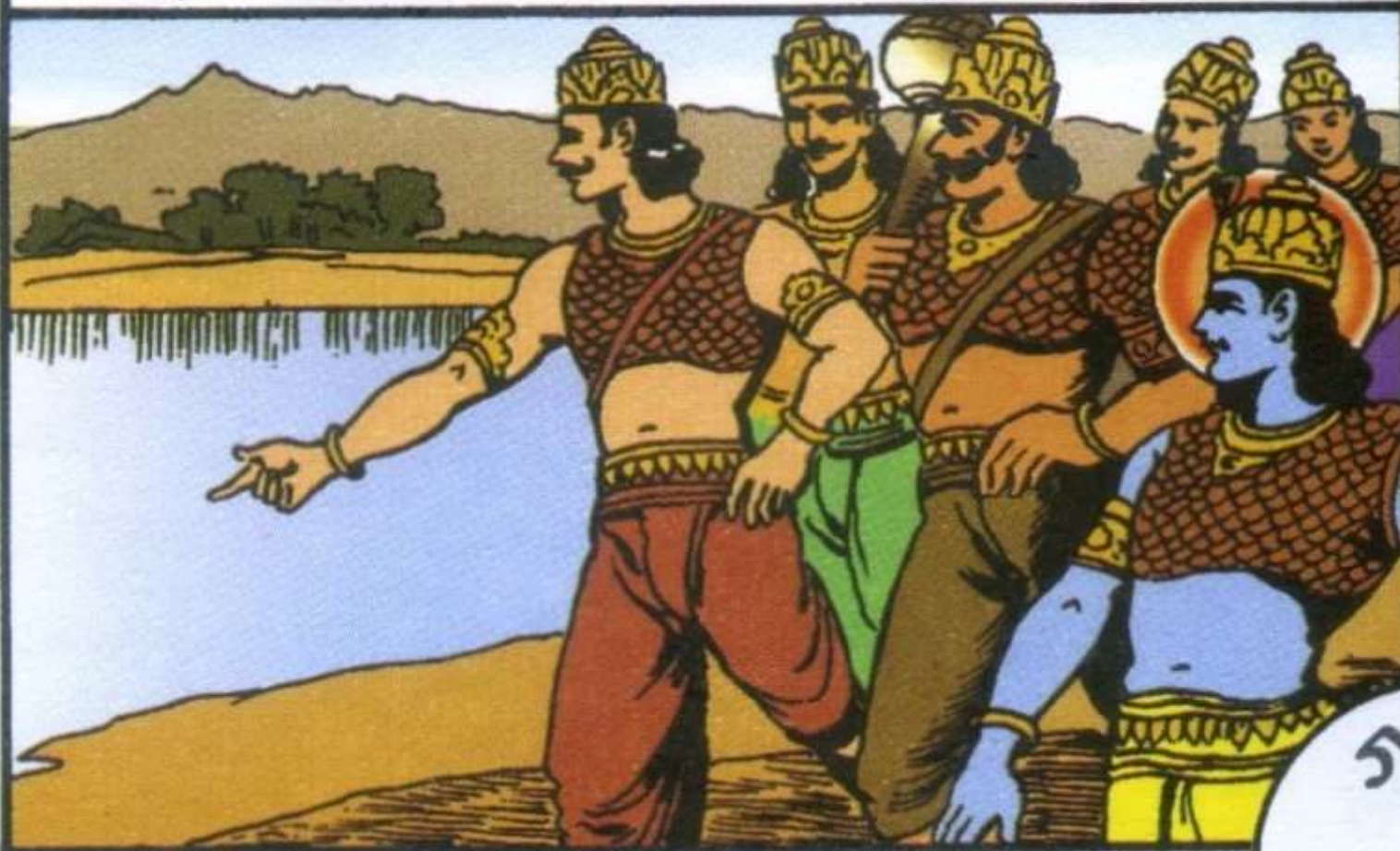
২ অভিমানী দুর্যোধন তাঁদের কঠিন কথায় অস্থির হয়ে এসে ভীমের সঙ্গে গদা-যুদ্ধ করতে চাইলেন। এমন সময় ভীম ও দুর্যোধনের গদা যুদ্ধের গুরু বলরাম সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কুরুক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতে বললেন।

গদা পর্ব ১০

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

সৌপ্তিক পর্ব ১১

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

স্ত্রী পর্ব ১২

১ আঠারো দিন পর কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ শেষ হল। শতপুত্রের শোকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পাগলের মতো হলেন। ব্যাসদেব ও বিদুর নানাভাবে তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

২ এখন পুত্র ও আত্মীয়দের শ্রাদ্ধশান্তি করতে হবে, তাই ধৃতরাষ্ট্র পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে কাঁদতে কাঁদতে কুরু-ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন। কুলবধূদের বিধবার বেশে পথে বেরুতে দেখে হস্তিনার লোক শোকে আকুল হল।

৩ এমন সময় পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে আসছিলেন। পথে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। তাঁরা একে একে নিজের নাম বলে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন। কিন্তু তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে ভালোভাবে কথাই বললেন না।

৪ গান্ধারীর ভয়ে পাণ্ডবেরা বড়োই ভীত ছিলেন। তিনি সামান্য স্ত্রীলোক নন। জীবনে তিনি কোনো অধর্ম করেননি। স্বামী অন্ধ, তাই বিয়ের পর থেকে তিনি নিজের চোখ সর্বদা বেঁধে রাখতেন। যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়ে পড়ে বললেন—"আমিই যত দোষের মূল, আমাকে শাপ দিন।" গান্ধারী তাঁদের সকলকে ক্ষমা করলেন।
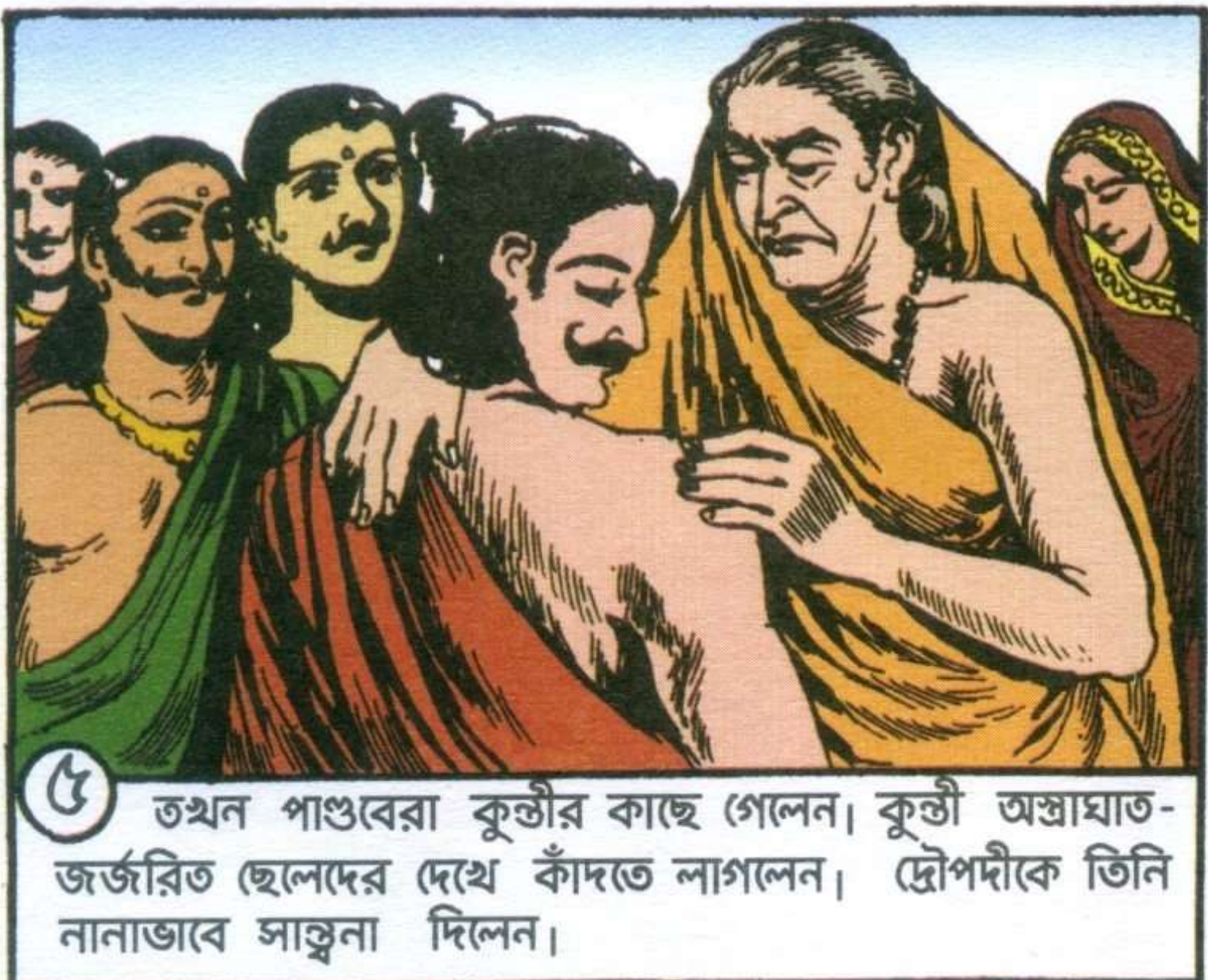
৫ তখন পাণ্ডবেরা কুন্তীর কাছে গেলেন। কুন্তী অস্ত্রাঘাত-জর্জরিত ছেলেদের দেখে কাঁদতে লাগলেন। দ্রৌপদীকে তিনি নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন।

৬ তারপর সকলে মিলে আত্মীয়দের মৃতদেহ বেছে নিয়ে চন্দন কাঠের চিতায় সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। নদীতীরে অসংখ্য চিতা জ্বলে উঠল। বিধবা রমণীদের কান্না আর বিলাপে কুরুক্ষেত্র শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হল।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM
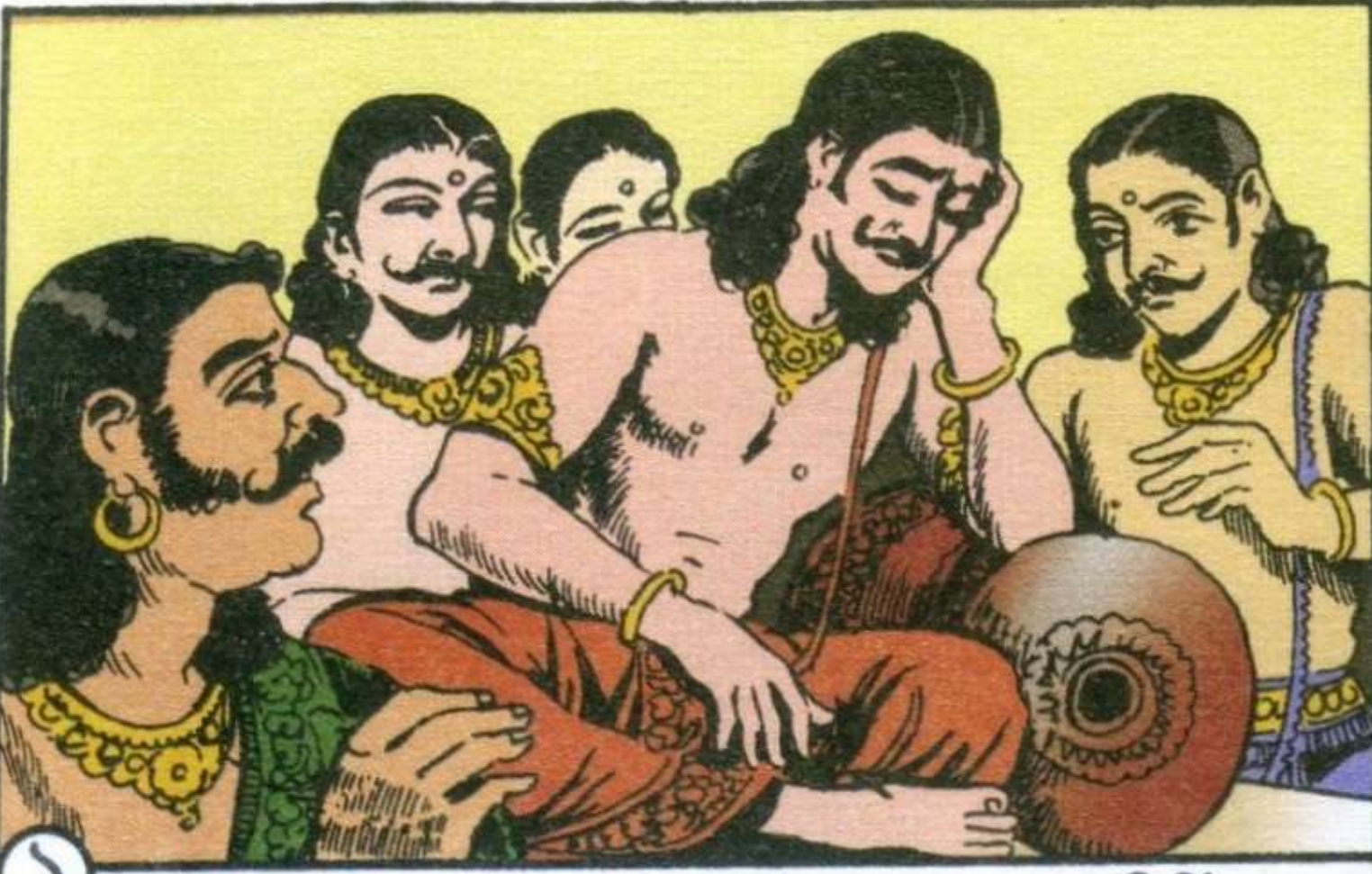
১ মৃতদের শ্রাদ্ধ-তর্পণ শেষ করে শোকে ও দুঃখে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভোগের ইচ্ছা আর রইল না। তিনি ভাইদের ডেকে বললেন –"আমি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে তপস্যা করব।"
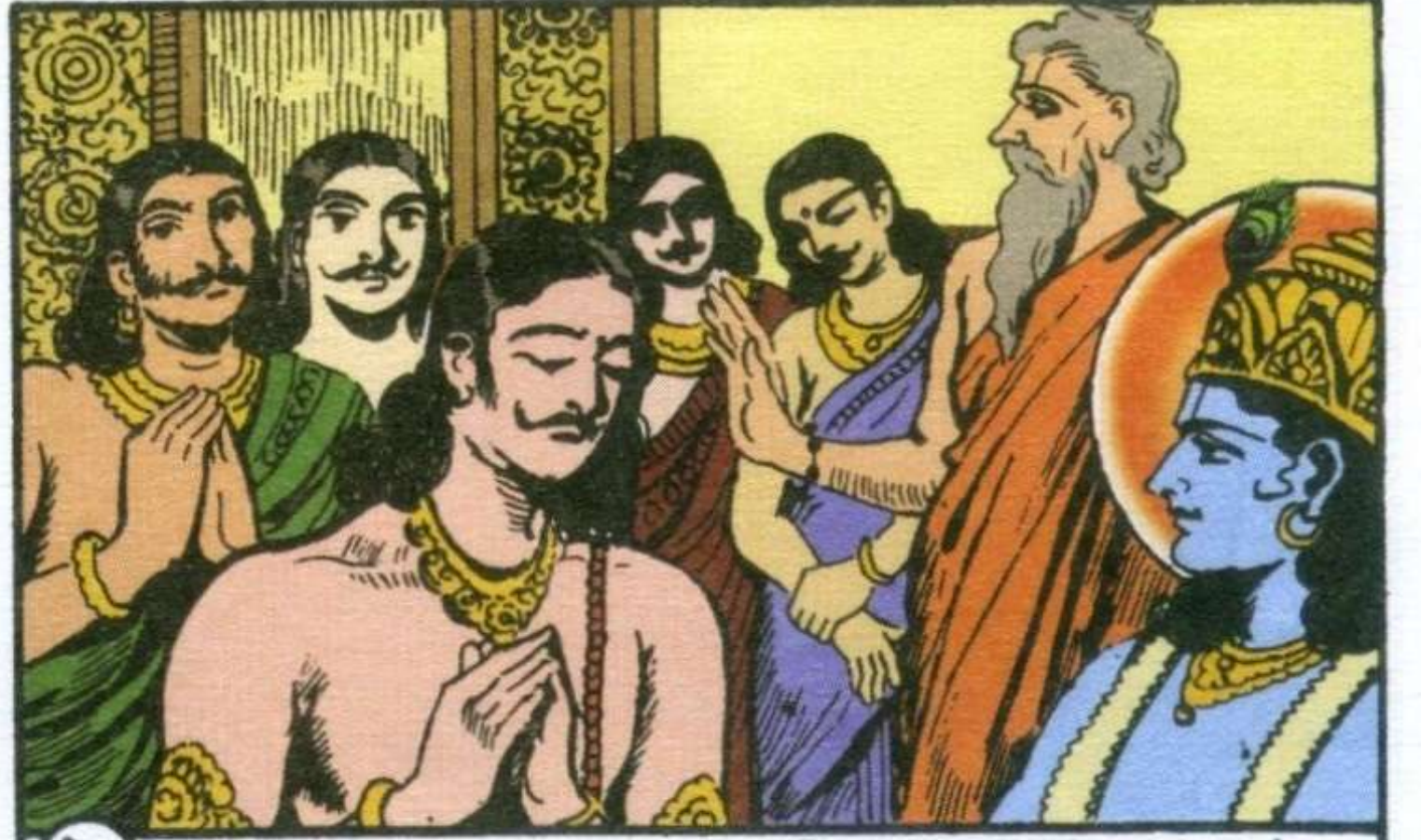
২ একথায় তাঁর ভাইয়েরা ও দ্রৌপদী বড়োই বিচলিত হয়ে তাঁকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হল না। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের কথায় তিনি তাঁর সংকল্প ত্যাগ করে হস্তিনায় যেতে রাজি হলেন।

শান্তি পর্ব ১৩
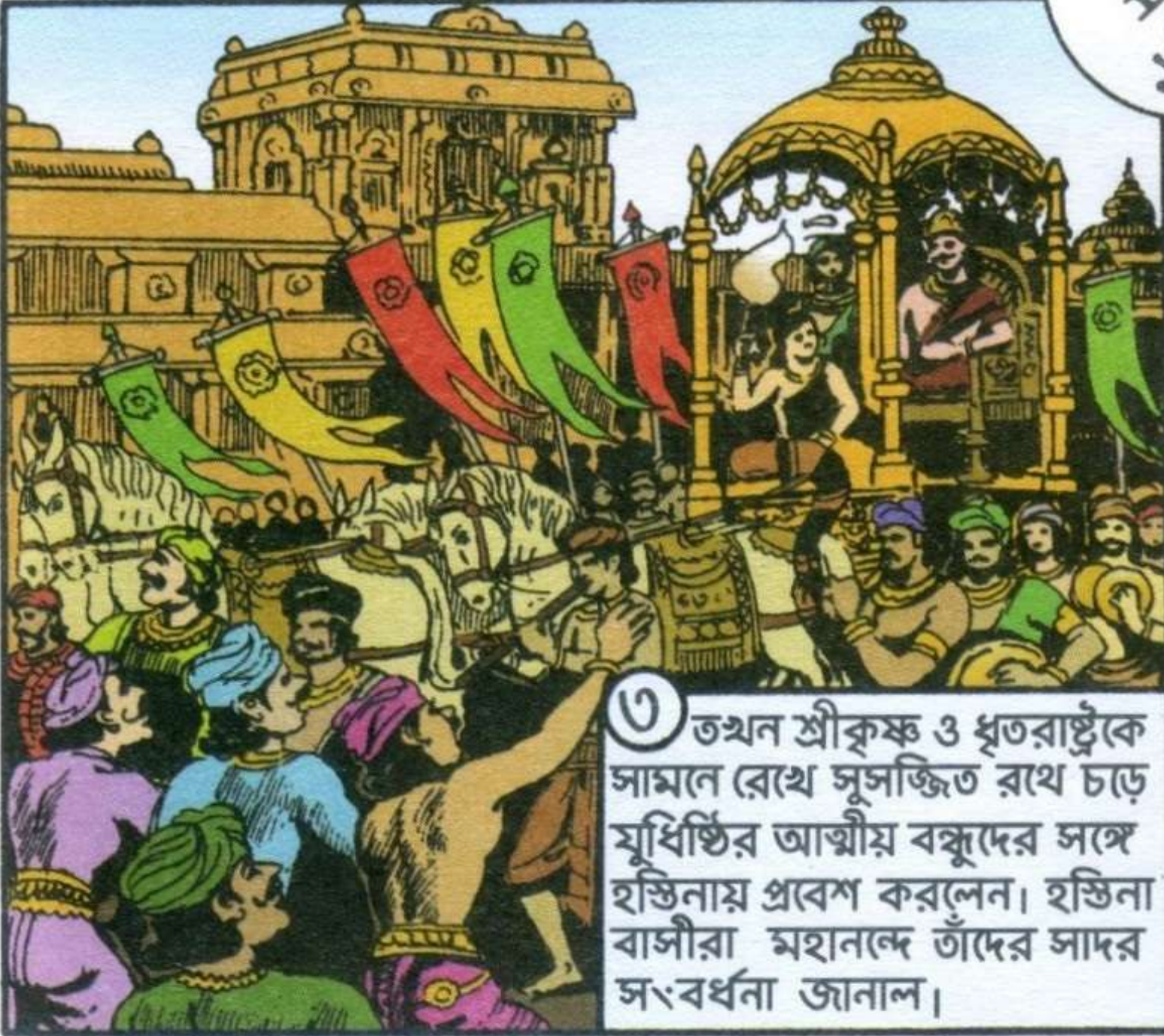
৩ তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে রেখে সুসজ্জিত রথে চড়ে যুধিষ্ঠির আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে হস্তিনায় প্রবেশ করলেন। হস্তিনা বাসীরা মহানন্দে তাঁদের সাদর সংবর্ধনা জানাল।
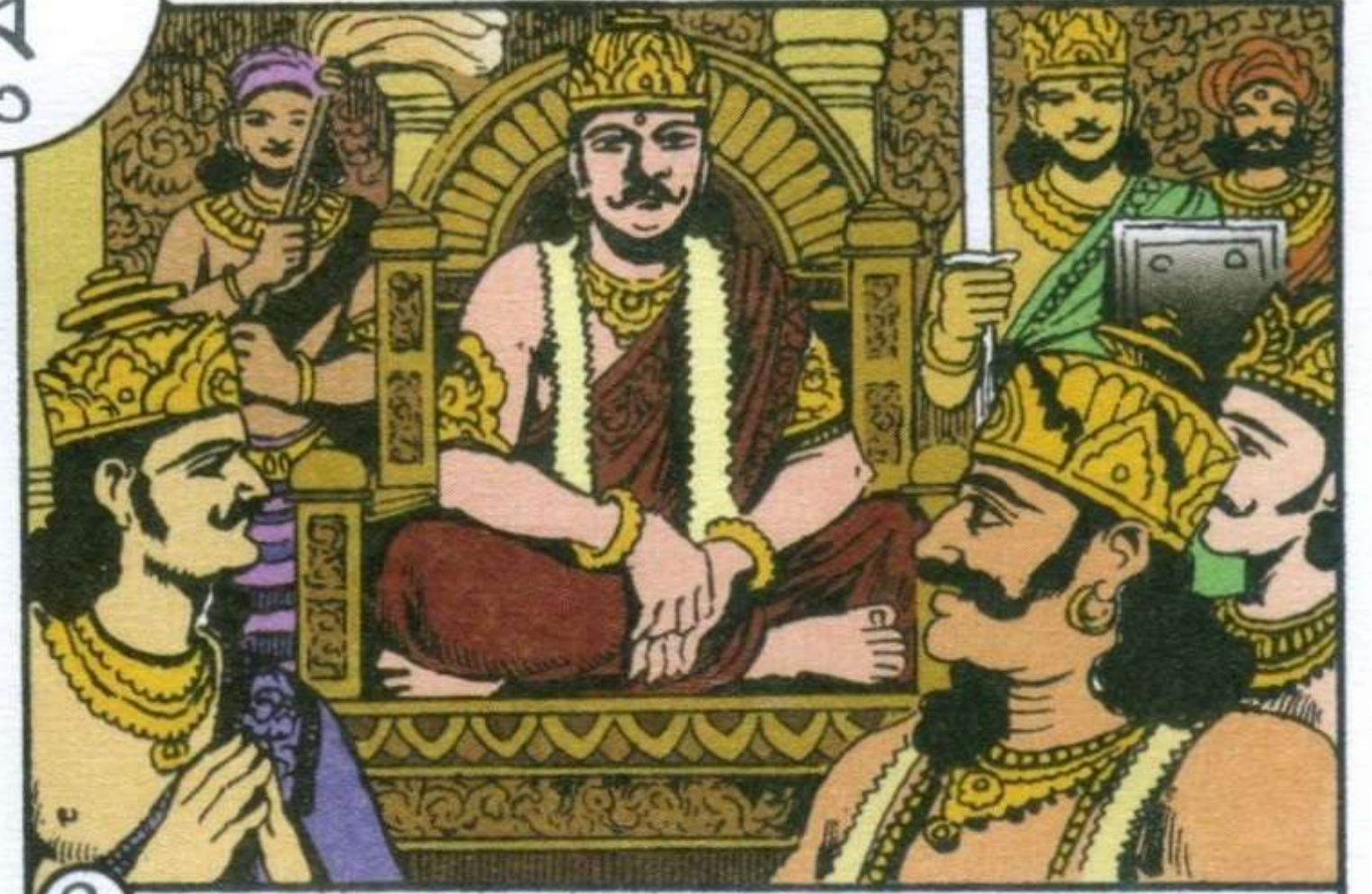
৪ শুভদিনে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসলেন; ভীম হলেন যুবরাজ, অর্জুন শত্রুশাসক, নকুল শস্য পরিদর্শক, সহদেব রাজার দেহরক্ষী, ধৌম্য দেবসেবা-সম্পাদক ও বিদুর হলেন প্রধানমন্ত্রী। সকলের প্রতিই আদেশ হল, ধৃতরাষ্ট্র যখন যেমন আজ্ঞা দেন, সেই ভাবেই চলতে হবে।
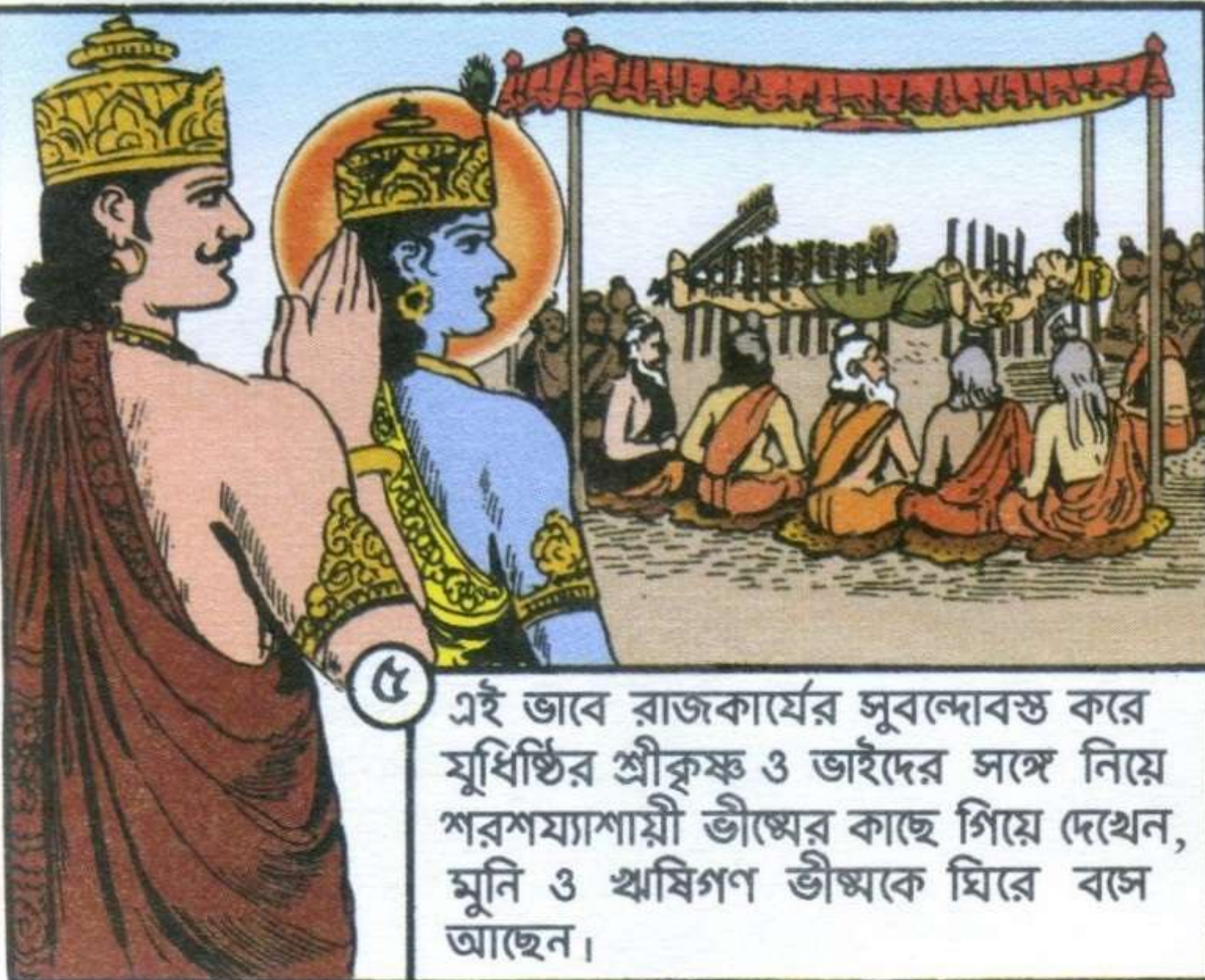
৫ এই ভাবে রাজকার্যের সুবন্দোবস্ত করে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ ও ভাইদের সঙ্গে নিয়ে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের কাছে গিয়ে দেখেন, মুনি ও ঋষিগণ ভীষ্মকে ঘিরে বসে আছেন।

৬ শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে বললেন –"হে কুরু-পিতামহ, আপনার মতো মহৎ লোক পৃথিবীতে আর নেই। যুধিষ্ঠির শোকে ও দুঃখে বড়োই কাতর হয়েছেন, আপনি তাঁকে কিছু উপদেশ দিন।" তখন ভীষ্ম আনন্দিত মনে শরশয্যায় শুয়েই যুধিষ্ঠিরকে বহুদিন ধরে নানা অমূল্য উপদেশ দিলেন।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

অনুশাসন পর্ব
১৪

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

১ রাজা যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব এখন একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উপদেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—"যুদ্ধের ব্যয়ে রাজকোষ অর্থশূন্য।" ব্যাস বললেন—"পুরাকালে মহারাজ মরুত্ত হিমালয়ের পাদদেশে যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের যে স্বর্ণ দান করেন তা তাঁরা বয়ে নিয়ে যেতে না পেরে ওখানেই ফেলে যান। সে স্বর্ণ নিয়ে এলে অভাব দূর হবে।"

অশ্বমেধ পর্ব ১৫

৩ একটি সুসজ্জিত অশ্বকে অর্জুনের রক্ষণাধীনে ছেড়ে দেওয়া হল। অশ্ব তার ইচ্ছামতো এক বছর নানাদেশ ঘুরবে, যে এই অশ্ব ধরবে তার সঙ্গে হবে অর্জুনের যুদ্ধ। এইভাবে অশ্ব বহু দেশ ভ্রমণ করল।

৫ বভ্রুবাহনের বীরত্বে অর্জুন সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েও পুত্র-গৌরবে আনন্দিত হলেন। পুত্রও পিতার অশ্ব ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করলেন।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

আশ্রমিক পর্ব ১৬

১ রাজা হয়ে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে এমন মিষ্ট ব্যবহার করতে লাগলেন যে তাঁরা সব দুঃখকষ্ট ভুলে গেলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পনেরো বছর কেটে গেছে। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এখন খুবই বৃদ্ধ হয়েছেন। একদিন তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—"বাবা, তোমাদের কাছে পরম সুখে আমাদের দিন কাটল, এবার বনে গিয়ে তপস্যা করার অনুমতি দাও, বৃদ্ধকালে বনে গিয়ে তপস্যা করাই আমাদের কুলধর্ম।"

২ এ কথায় যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সকলে খুবই দুঃখিত হলেন, কিন্তু ধর্মচর্চায় বাধা দেওয়া উচিত নয় ভেবে মনকে শান্ত করলেন।
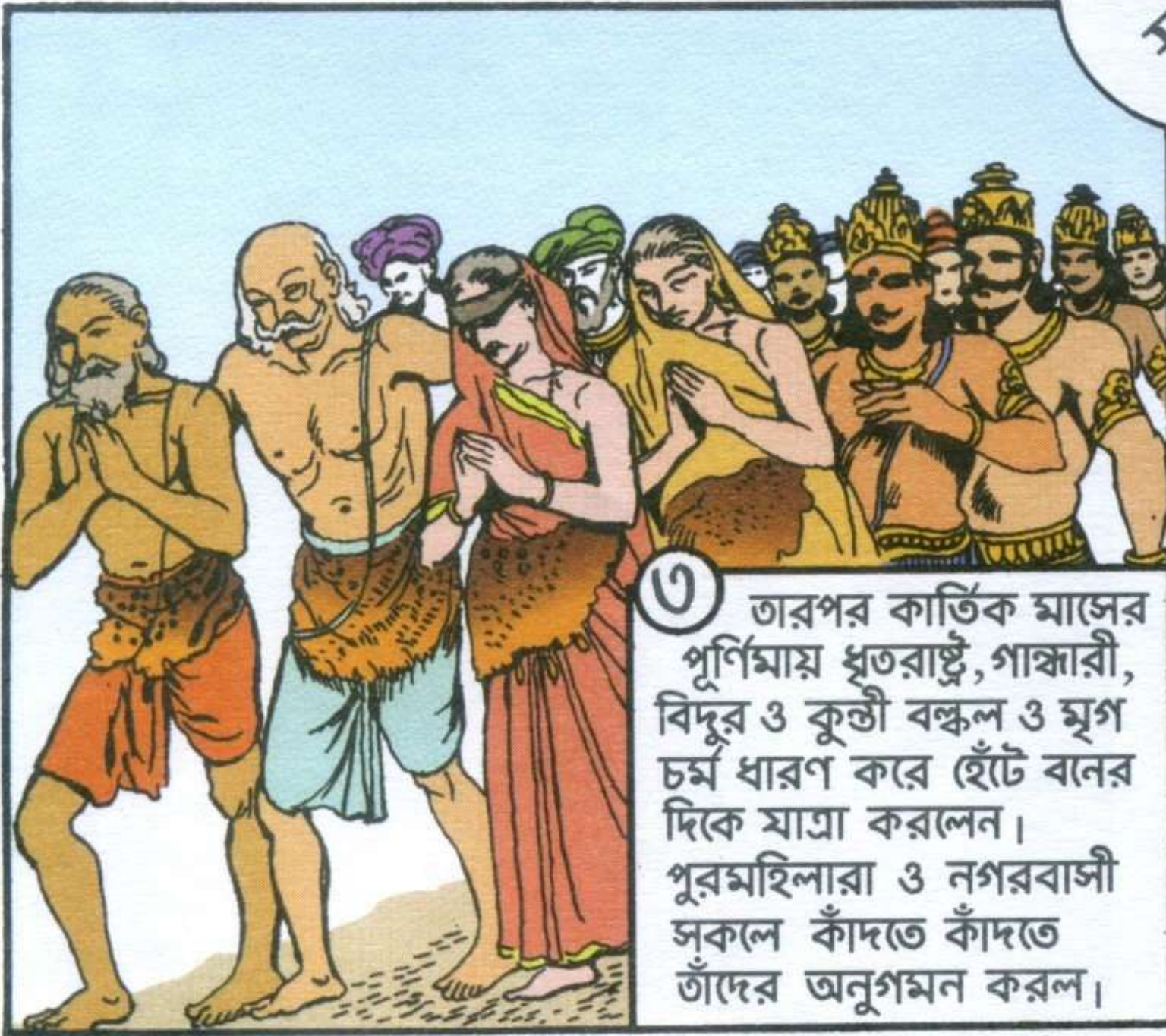
৩ তারপর কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর ও কুন্তী বল্কল ও মৃগ চর্ম ধারণ করে হেঁটে বনের দিকে যাত্রা করলেন। পুরমহিলারা ও নগরবাসী সকলে কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের অনুগমন করল।

৪ জননী কুন্তীদেবীও বনে চলছেন, তাই দেখে পাণ্ডবদের যে কী কষ্ট হল তা বলা যায় না। অনেক অনুনয় বিনয় করেও তাঁরা তাঁকে ফেরাতে পারলেন না।

৫ তাঁরা সকলে বনে এসে কঠোর তপস্যায় দিন কাটাতে লাগলেন।

৬ তিন বছর পরে একদিন নারদ এসে যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন যে, বনে দাবানল লেগে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী পুড়ে মারা গেছেন। বিদুর পূর্বেই যোগবলে দেহত্যাগ করেছেন। এ সংবাদে পাণ্ডবেরা হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। তারপর গঙ্গাতীরে গিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে হস্তিনায় ফিরে এলেন।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

মুষল পর্ব

১৭
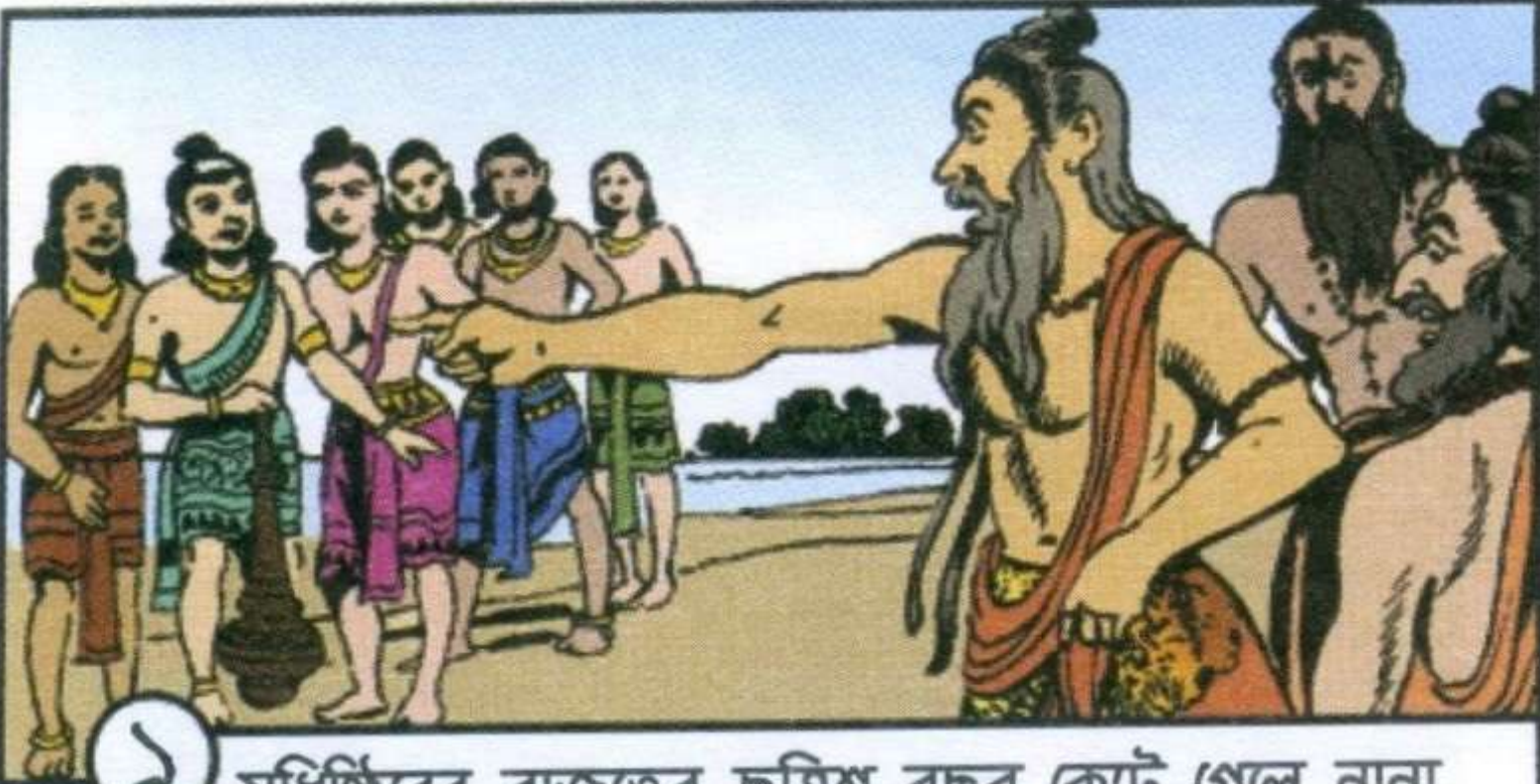
১ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ছত্রিশ বছর কেটে গেলে নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা গেল। অমঙ্গল হল যদুবংশে (কৃষ্ণের বংশ)। একদিন যদুবংশের কয়েকটি ছেলে একটা লোহার মুষল নিয়ে কয়েকজন মহর্ষিকে উপহাস করে। তাঁরা রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন যে, এই মুষল হতেই যদুবংশ ধ্বংস হবে।

২ কৃষ্ণ সবই জানতেন; যদুবংশের লোক দুষ্ট ও অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল, তাই কৃষ্ণ এর প্রতিকারের কোনো চেষ্টাই করলেন না। শুধু মুষলটিকে চূর্ণ করে সমুদ্রে ফেলে দিতে বললেন।

৩ কৃষ্ণের কথামতো মুষলটি চূর্ণ করে প্রভাসের নিকটে সমুদ্রে ফেলামাত্রই তা থেকে সমুদ্রের তীরে নলবনের উৎপত্তি হল।

৪ একদিন যদুবংশের সকলে প্রভাসতীর্থে বনভোজনে গেলে সেখানে সামান্য কারণে তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। শেষ অবধি তারা সমুদ্রতীরের সেই নলখাগড়াগুলি নিয়ে মারা-মারি আরম্ভ করল। আশ্চর্যের কথা, তাদের হাত লাগা মাত্রই এক-একটি নল এক-একটি মুষল হয়ে উঠতে লাগল। এইভাবে গৃহযুদ্ধে সমস্ত যদুবংশ ধ্বংস হল।

৫ শ্রীকৃষ্ণ সব দেখলেন। সবই বুঝলেন তিনি। শেষে বলরামের খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন সমুদ্রের তীরে বসে বলরাম যোগবলে দেহত্যাগ করছেন— হাজার ফণাযুক্ত একটি সাপ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে সাগরের জলে চলে যাচ্ছে।

৬ শোকাকুল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে গিয়ে একটি গাছের নীচে বসলেন। এমন সময় জরা নামে এক ব্যাধ দূর হতে তাঁর রাঙা পাদুখানিকে হরিণ ভেবে তির ছুড়ে বিদ্ধ করল। কাছে এসে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে ভয়ে, দুঃখে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ তাকে অভয় দিয়ে দেহত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

১ শ্রীকৃষ্ণের অভাবে যুধিষ্ঠির মনোদুঃখে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। চার ভাই ও দ্রৌপদী চললেন তাঁর সঙ্গে। হস্তিনার লোক বহুদূর পর্যন্ত সজলচক্ষে তাঁদের অনুগমন করে ফিরে এল। কিন্তু একটি কুকুর তাঁদের সঙ্গ ছাড়ল না।

২ ক্রমে পাণ্ডবেরা হিমালয়ের অতি দুর্গম স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। পথশ্রমে ও শীতে প্রথমে দ্রৌপদী, তার পর নকুল, সহদেব, অর্জুন ও ভীম একে একে প্রাণ হারিয়ে পথে পড়ে রইলেন।

স্বর্গারোহণ পর্ব
১৮

৩ যুধিষ্ঠির তাঁদের দিকে ফিরেও চাইলেন না,— মহাপ্রস্থানের যাত্রীকে ফিরে তাকাতে নেই। ভগবানের নাম জপ করতে করতে তিনি চলতে লাগলেন। কুকুরটি চলল তাঁর সঙ্গে।

৪ এসময়ে দেবরাজ ইন্দ্র রথ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। বললেন —"দ্রৌপদী ও তোমার ভাইয়েরা আগেই স্বর্গে গিয়েছেন। এবার তুমি চলো, তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য রথ নিয়ে এসেছি।" কিন্তু সঙ্গী কুকুরকে ছেড়ে যুধিষ্ঠির কোনোমতেই স্বর্গে যেতে রাজি হলেন না।

৫ ধর্ম নিজে কুকুরের রূপ ধরে পাণ্ডব-দের সঙ্গী হয়েছিলেন। এবার নিজ রূপ ধরে বললেন—"বৎস, তোমার মতো ধার্মিক ও আশ্রিতবৎসল আর কেউ নেই, এখন মনের আনন্দে সশরীরে স্বর্গে যাও।"

৬ তখন যুধিষ্ঠির মন্দাকিনীতে স্নান করে, স্বর্গে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও সকল আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমানন্দে কাল কাটাতে লাগলেন।

GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM

॥ ছবিতে মহাভারত ॥
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ • কলকাতা
A Book of Kuntal
শিশু সাহিত্য
সংসদ
₹ 55.00
GALPOGHAR.BLOGSPOT.COM